জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি - ২০১১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি - ২০১১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সংস্কার প্রকল্পের একটি বড় সাফল্য হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন। বাংলাদেশে এই ধরনের নীতি এই প্রথম প্রণীত হচ্ছে।

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান কমিশন (ইসি) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) অর্থায়নে পাঁচ বছরে বাস্তবায়িত হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়।

প্রকল্পের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি জাতীয় দক্ষতা নীতি প্রণয়ন, সংশিষ্ট আইন ও নীতিসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাবনা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর কাজ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় ও উৎকর্ষ সাধনের প্রস্তাবনা তৈরি করা। এই তিনটি বিষয়ই বিভিন্ন ভাবে এই খসড়া জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

খসড়া নীতি তৈরির বিষয়টি তত্ত্বাবধান করার জন্য ২০০৯ সালে একটি জাতীয় দক্ষতা নীতি পরামর্শ কমিটি বা "ন্যাশনাল স্কিলস্ পলিসি কন্সালটেটিভ কমিটি" গঠন করা হয়। এই কমিটিতে টিভিইটি ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়োগকারী ও কর্মীদের সংগঠন, বেসরকারি প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী এবং এনজিও প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এই নীতির বিভিন্ন পর্যায়ের খসড়ার উপর আলোচনা ও মতামত দেয়ার জন্য ৬ মাসের মধ্যে ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই নীতির প্রথম খসড়া ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আঞ্চলিক পর্যায়ের পরামর্শ সভার জন্য তৈরি করা হয় এবং জাতীয় দক্ষতা নীতি পরামর্শ কমিটির অনুমোদনের পর সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে পাঠানো হয়। ২০০৯ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ঢাকাসহ বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় শহরে পরামর্শমূলক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন সেক্টরের প্রায় দুই শতাধিক অংশগ্রহণকারী খসড়া নীতির উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত প্রদান করেন, যা চূড়ান্ত খসড়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালায় যেসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, তাদের নামের তালিকা খসড়া নীতির শেষাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত "ন্যাশনাল স্কিল পলিসি কন্সালটেটিভ কমিটি"র শেষ সভায় চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত হয় এবং ডিসেম্বর মাসে সরকারের অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা হয়।

খসড়া নীতিমালার উপর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত প্রায় সকল সংস্থা ও গ্রুপের প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রণালয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা এবং সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাছে লিখিত মতামত আহবান করা হয় এবং জনসাধারণের মতামতের জন্য খসড়া নীতিমালাটি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মতামত আহ্বান করা হয়।

মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে তিনটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও গ্রুপের প্রতিনিধিদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নীতিমালার খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়। সর্বশেষ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাটি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খসড়া নীতিমালা ২০১০ সালের শেষদিকে এনএসডিসির নির্বাহী কমিটির সভায় পর্যালোচনা হয় এবং ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত এনএসডিসির নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনের পর এনএসডিসির সভায় অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।

আশা করা যায় যে, ২০১১ সালের প্রথম দিকে এনএসডিসির সভার আলোচনায় এই খসড়া নীতি উপস্থাপিত হবে।

সূচিপত্র:

মূল পদমূহের টিকা এবং আদ্যাক্ষরসূচি..৫

১। ভূমিকা ৬

২। দক্ষতা উন্নয়ন সংজ্ঞা ৮

৩। দক্ষতা উন্নয়নের ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য ১১

৪। চাহিদা ভিত্তিক, নমনীয় এবং দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ১৩

৫। জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা... .... ১৪

৬। সক্ষমতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ.. ১৭

৭। কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণদাতার মান নিশ্চিত করা ১৯

৮। দক্ষতা উন্নয়নে শিল্পখাতের জোরদার ভূমিকা... ২১

৯। পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণের জন্য যথাযথ দক্ষতা ও শ্রম বাজার উপাত্ত ২৪

১০। যোগ্য ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক ও প্রশিক্ষক ২৬

১১। কার্যকর ও নমনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা... ২৯

১২। জোরদার শিক্ষানবিশ ব্যবস্থা ৩২

১৩। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) ৩৪

১৪। অনগ্রসর শ্রেণীর অংশগ্রহণের বিশেষ সুযোগ ৩৬

১৫। বেসরকারি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ৪০

১৬। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (টিভিইটির) অধিকতর সামাজিক মর্যাদা ৪২

১৭। শিল্পকারখানায় প্রশিক্ষণ ও কর্মীদের উন্নয়ন ৪৩

১৮। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন... ৪৬

১৯। অর্থায়ন.. ৪৮

২০। বাস্ত্মবায়ন.. ৫০

২১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ.. ৫৫

২২। এই খাতের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি.. ৫৬

মূল পদসমূহের টীকা এবং আদ্যোক্ষর সূচী:

শিক্ষানবিশি	এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন নিয়োগকারী এক বা একাধিক তরুণ-তরুণীকে কাজে নিয়োজিত করার জন্য চুক্তি করে, এবং তাদেরকে শিল্প ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পদ্ধতিগতভাবে কোনো একটি পেশায় পূর্ব নির্ধারিত সময়কালের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে, এবং পরবর্তী সময়ে ওই শিক্ষানবিশ নিয়মিত কর্মী হিসাবে নিয়োগকারীর সংস্থায় নিয়োজিত হয়।
এসেসর	যিনি কোন একটি নির্দিষ্ট সক্ষমতা মূল্যায়ণ করতে পারদর্শী এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তালিকাভূক্ত
ব্যানবেইস	বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো
বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বিইএফ	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
বিএমইটি	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
বিএনএফই	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিটিইবি	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
সিবিটি অ্যান্ড এ	কম্পিটেন্সি বেস্‌ড ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট (সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)
ডিসেন্ট ওয়ার্ক (শোভন কাজ)	শোভন কাজ বলতে বুঝায় স্বাধীন, সমতাপূর্ণ, নিরাপদ এবং মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন পরিবেশে নারী পুরুষের কাজ করার সুযোগ
ডিটিই	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
ইসিএনএসডিসি	এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর দ্য ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ -এর নির্বাহী কমিটি
কর্মসংস্থানের সামর্থ্য (এমপ্লয়েবিলিটি)	শোভন কাজ পাওয়া ও তা টিকিয়ে রাখা, দুটি কাজের মাঝখানে উন্নতিসাধন এবং পরিবর্তিত প্রযুক্তি ও শ্রমবাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা
এফবিসিসিআই	ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বারস্ অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার (গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ)
এইচআরডি	মানব সম্পদ উন্নয়ন
এইচএসসি (ভোক)	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)
ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্পখাত	শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের নিয়োগকারী এবং কর্মী, যার মধ্যে কৃষি ও সহযোগী শিল্প এবং পেশাজীবী পর্ষদ ও কর্মী সংগঠন অন্তর্ভূক্ত
ইনস্ট্রাক্টর/ট্রেইনার	শিক্ষক/প্রশিক্ষক
আই এস সি	ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল
আইটি	তথ্য প্রযুক্তি
এমওইডব্লিউই	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এমওই	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
এমওএলই	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এমপিও	বেসরকারি শিক্ষক - কর্মচারীদের মাসিক বেতন/ভাতা
এনজিও	বেসরকারি সংস্থা
এনএসডিসি	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ
এনটিসি	জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদ
এনটিভিকিউএফ	জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো
পিপিপি	সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
পিআরএসপি	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র
পিডব্লিউডি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
আরপিএল	পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি
দক্ষতা উন্নয়ন	কর্মসংস্থান এবং অথবা আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য পূর্ণমাত্রায় আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

এসএমই	*ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প*
এসএসসি(ভোক)	*মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)*
টিএসসি	*টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ*
টিটিসি	*কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র*
টিভিইটি	*কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ*

১. ভূমিকা

কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতা, জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল দেশের শিক্ষা ও দক্ষতা উচ্চ মানের, সে সকল দেশ বৈশ্বিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনেক বেশি কার্যকর।

একটি সমন্বিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিবে এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের সকল উপাদান এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের মধ্যে আরো উন্নত সমন্বয় নিশ্চিত করবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নীতিসংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে, যাতে ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের একটি দেশ হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে।

দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন সামাজিক অংশগ্রহণকারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে বেসরকারি খাত, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সুশীল সমাজ, তেমনি রয়েছে অনেকগুলি সরকারি মন্ত্রণালয়, যারা দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দিয়ে থাকে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি দেশের দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সমন্বয় কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ যা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। এই নীতি আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতি যেমন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি ২০০৬; যুব নীতি ২০০৩; জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি ২০০৮ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি আগামী বছরগুলিতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। সরকার শিল্পখাত, শ্রমিক ও সুশীল সমাজের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যেসব মূল সংস্কার ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে, সেগুলো এই নীতিতে বর্ননা করা হয়েছে।

এই জাতীয় নীতির সমর্থনে রয়েছে একটি আরো সুনির্দিষ্ট এবং সংশোধিত এনএসডিসি কর্ম পরিকল্পনা যা সংশ্লিষ্ট সকলের স্বচ্ছ ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করবে এবং কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য ৫ (পাঁচ) বছরের সময়ভিত্তিক ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।

২. দক্ষতা উন্নয়ন

২.১ দেশের মানব সম্পদের আরো বেশি কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা উন্নয়নের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বাইরে গিয়েও চিন্তভাবনা করার এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২.২ দক্ষতা উন্নয়ন সংজ্ঞা ঃ

দক্ষতা উন্নয়ন বলতে বুঝায় কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বিস্তৃত আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আন্তর্জাতিক প্রবণতার সংগে সঙ্গতি রেখে দক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

ক) প্রাক-কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্ভর দক্ষতা প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি);

খ) কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মস্থলের প্রশিক্ষণ; এবং

গ) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত নয় এমন কর্মসংস্থান-উপযোগী এবং কাজ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদী কোর্সসমূহ যা দেশী এবং আন্তর্জাতিক উভয় শ্রমবাজারে অবদান রাখছে।

২.৩ পরিধি ঃ

দক্ষতা উন্নয়নে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত নয়:

ক) প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচি, যেখানে বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিষয়টি নেই;

খ) এনজিও এবং সরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা যা কর্মসংস্থান-উপযোগী জীবিকানির্ভর দক্ষতার বিকাশ ঘটায় না; যেমন: স্বাক্ষরতা, গণনা ও পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচি ইত্যাদি; এবং

গ) পেশাজীবি তৈরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষা, অর্থাৎ যে সকল কর্মসূচি স্নাতক বা উচ্চতর পর্যায়ের যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে পরিচালিত; এবং

ঘ) কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ।

২.৪ দক্ষতা উন্নয়নের অবস্থান হচ্ছে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শ্রম, কর্মসংস্থান এবং শিল্পোন্নয়ন নীতিসহ বিভিন্ন নীতিমালার মাঝখানে। এই নীতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপাদানসমূহকে সম্পৃক্ত করে দক্ষতা উন্নয়ন ধারণাকে সুস্পষ্ট করে।

২.৫ বাংলাদেশে অনেক মন্ত্রণালয় এবং সরকারি সংস্থা শিল্প এবং সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক ধরণের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। অনেক বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থা, এনজিও এবং দাতা সংস্থাও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা

করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজের ভিতরে বা কাজের বাইরে দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং প্রবাসী কর্মীদের জন্য বিদেশ যাবার আগে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।

২.৬ *বর্তমান পরিস্থিতি :*

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

- *সরকারি (অনেকগুলি মন্ত্রণালয়ে নানা মাত্রায় পরিচালিত);*
- *সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত (এমপিওভূক্ত, অনুদান প্রাপ্ত) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ;*
- *বেসরকারি (বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ);*
- *এনজিও (অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ); এবং*
- *শিল্প ভিত্তিক (শিল্প কারখানা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শিক্ষানবিশি ব্যবস্থাসহ কর্মস্থলে দেয়া প্রশিক্ষণ)।*

২.৭ *এই সকল প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির ও বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে।*

২.৮ *সাধারণভাবে যা বোঝায়, দক্ষতা উন্নয়নের পরিধি তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং বহুমুখী; বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও কর্মযজ্ঞও এর অন্তর্ভূক্ত। এর প্রভাব অবশ্য সীমিত যেহেতু তাদের কর্মসূচি একই লক্ষ্য কেন্দ্রিক না হয়ে আলাদা আলাদাভাবে পরিচালিত হয়। অথচ একটি বৃহত্তর সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছিল। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই আলাদা আলাদা প্রচেষ্টাগুলিকে একটি একক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আওতায় এনে একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত নির্দেশনা প্রদানের জন্য যৌক্তিক করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।*

২.৯ *বর্তমান পদ্ধতিতে মান নিশ্চিত করার জন্য জাতীয়ভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই এবং বর্তমান যোগ্যতা কাঠামো শিল্পের পেশা বা দক্ষতামানের ভিত্তিতেও গঠিত নয়। কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচী উন্নয়ন খুবই কেন্দ্রীভূত, অনমনীয় এবং সময়সাপেক্ষ; এটি প্রয়োজন ভিত্তিকও নয়। উপরন্তু নতুন কোর্স তৈরি, উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন কোর্সের সম্প্রসারণ এবং অপ্রচলিত কোর্সসমূহ বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বহীন থাকায় শ্রমবাজারের প্রয়োজন সবসময় প্রতিফলিত হয় না।*

২.১০ *বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় গুণগতমানের প্রাসঙ্গিকতা এবং কর্মসূচি পরিচালনার পরিধির ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। গ্রাজুয়েটদের কাজ পাওয়ার তথ্য উপাত্ত থেকে বোঝা যায়, তাদের গুণগত মানে সামঞ্জস্য নেই।*

২.১১ *সরকারি খাতের প্রশিক্ষণে সমন্বয়হীনতার ফলে যেসব বিপত্তি ঘটে তার মধ্যে রয়েছে কর্মসূচিসমূহের পুনরাবৃত্তি, একই লক্ষ্যভূক্ত দলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে সীমিত যোগাযোগ এবং কোন্ শিল্প বা পেশার জন্য কি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তার কোন সুস্পষ্ট চিত্র না থাকা।*

২.১২ *বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা যে সকল বাধার সম্মুখীন হয়, তার সবগুলিই আর্থিক বা সম্পদের ঘাটতি সম্পর্কিত নয়। আরো বেশি কার্যকর এবং জাতীয়ভাবে সংগতিপূর্ণ নীতি, ব্যবস্থাপনা এবং মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধন করা যেতে পারে।*

৩. দক্ষতা উন্নয়নের ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

৩.১ ভিশন:

সরকার, শিল্পখাত, কর্মী এবং সুশীল সমাজের মধ্যে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে দক্ষতা উন্নয়নের যে ভিশনটি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো:

জাতীয় উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নকে সরকার এবং শিল্প স্বীকৃতি ও সমর্থন দিবে। সংস্কারকৃত দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা সকলকে শোভন কাজ পাওয়ার সক্ষমতা দিবে এবং সারা বিশ্বে স্বীকৃত মানের উন্নত দক্ষতা, জ্ঞান এবং যোগ্যতার মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য নিশ্চিত করবে।

৩.২ মিশন:

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে সহায়তা দেয়া। এ জন্য প্রয়োজন :

ক) ব্যক্তির কাজ পাওয়ার সামর্থ্য (মজুরি/আত্ম-কর্মসংস্থান) এবং পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও শ্রম বাজারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করা;

খ) শিল্পখাত বা বাণিজ্য উদ্যোগগুলির উৎপাদনশীলতা এবং লাভের পরিমান বাড়ানো; এবং

গ) জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা শক্তিশালী করা এবং দারিদ্র কমানো।

৩.৩ উদ্দেশ্য:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

ক) বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন সংস্কার কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান;

খ) বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের মান এবং প্রাসঙ্গিকতার উন্নয়ন;

গ) আরো বেশি নমনীয় এবং দায়িত্বশীল সেবাদান কৌশল প্রতিষ্ঠা করা, যা শ্রম বাজার, ব্যক্তি, এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম;

ঘ) নারী ও বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর মানুষসহ বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ আরো ব্যপক করা; শিল্প সংগঠন, নিয়োগকারী এবং কর্মী বাহিনীর দক্ষতা উন্নয়নে অংশগ্রহণ এবং জনগোষ্ঠিকে দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা;

ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থা, শিল্প এবং সরকারি ও বেসরকারি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যাবলীর ফলপ্রসূ পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ আরো শক্তিশালী করা।

৩.৪ মূল উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী (Key Target Groups) :

বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে জাতীয়ভাবে চিহ্নিত এমন জনগোষ্ঠী, যেমন যুব সম্প্রদায়, নারী, স্বল্পদক্ষতা সম্পন্ন মানুষ, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর মানুষ, অভিবাসী, দেশের ভিতর স্থানচ্যুত মানুষ, বয়স্ক শ্রমিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যালঘু শ্রেণী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকৃতির শিল্প, উপানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, পলণ্টী খাত ও আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

৩.৫ *শোভন কাজ* (Decent Work) *:*

দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য বড় ধরনের বাধা হলো বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মসংস্থান এবং নিশ্চিত শোভন কাজ বাড়ানো। অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যা পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

৩.৬ *জীবনব্যাপী শিক্ষা* (Lifelong Learning)*:*

জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণার আওতায় সরকার একটি আরো বেশি সমন্বিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শুরু করে এর পরিচালনা এবং উৎকর্ষ সাধন করবে। শিক্ষার জন্য সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো কাজ পাওয়ার আগের প্রশিক্ষণ এবং বেকারদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

৩.৭ *সামাজিক অংশীদার* (Social Partners)*:*

দক্ষতা উন্নয়নে সামাজিক অংশীদারদের বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে, এ প্রক্রিয়ায় যাদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ নিয়োগকারী এবং কর্মীবাহিনী, যারা সরকারের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি লক্ষ্য নির্নয় ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। এই দক্ষতা উন্নয়ন নীতির মাধ্যমে সরকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ দেয়ার জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে, এবং ব্যক্তি তার যোগ্যতা এবং পেশাগতজীবন উন্নয়নে সহায়তা পায়।

৪. চাহিদা-ভিত্তিক, নমনীয় এবং দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (Demand Driven, Flexible and Responsive Training Provision)

৪.১ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশে এবং বিদেশে চাকুরী দাতাদের, কর্মীদের এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের চাহিদা মেটাতে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে অবশ্যই আরো বেশি নমনীয় এবং চাহিদার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। নমনীয়তা বলতে বোঝায় যে, টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ দানকারীদের জন্য প্রণোদনা ও সম্পদ রয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলি বুঝতে পারা ও সেগুলো মেটানোর সামর্থ্য রয়েছে।

৪.২ চাহিদা-ভিত্তিক নীতির জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সংস্থার ও শিল্পের এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দক্ষতার চাহিদা চিহ্নিত করার, এবং তা দক্ষতা প্রদানকারীদের জানানোর সামর্থ। প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর মোট চাহিদা জানানোর জন্য স্কিল্‌স ডাটা সিস্টেম বা দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা তৈরি করা হবে, এবং চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য প্রণোদনা ও দক্ষতা ভিত্তিক তহবিল দেয়া এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের উৎসাহিত এবং সক্ষম করা হবে।

৪.৩ এ পরিবর্তন অর্জন করার জন্য ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে। এর উদ্দেশ্য হবে এটি নিশ্চিত করা যে, বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার, শিল্প এবং সামাজিক সহযোগীরা নিচের কাজগুলি করতে পারে:

ক) বাংলাদেশে শিল্পখাতে যে দক্ষতার প্রয়োজন তা আরো স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা;

খ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যোগ্যতার যোগান দেয়া যা শিক্ষার্থী এবং নিয়োগকারীর চাহিদা পূরণ করে; এবং

গ) ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সামর্থ্য ধরে রাখা, তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উচ্চতর জীবনমান বজায় রাখার জন্য উচ্চ মানের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া।

৪.৪ বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা:

বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় নিচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে:

ক) জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ);

খ) সক্ষমতা ভিত্তিক শিল্পখাতের আদর্শ মান ও যোগ্যতা; এবং

গ) দক্ষতা মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি।

৫. জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা (Nationally Recognised Qualifications) :

৫.১ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই শিল্প এবং সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবে। ফলে, বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতার স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ব্যবহৃত যোগ্যতা পদ্ধতিটি সংশোধন করে একে যুগোপযোগী করা হবে, যার ফলে একটি নতুন জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক) প্রবর্তন করা সহজ হবে।

৫.২ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (National Technical and Vocational Qualifications Framework (NTVQF)):
দেশ এবং বিদেশের শ্রম বাজারে বিকাশমান এবং পরিবর্তনশীল পেশাগত দক্ষতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার জন্য বর্তমান জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোকে (এনটিভিকিউএফ) আরও বিস্তৃত করা হবে।

৫.৩ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পর্যন্ত (তবে ডিগ্রী অন্তর্ভুক্ত না করে) বিভিন্ন অর্জন ও যোগ্যতা সনাক্ত করে একটি অভিন্ন জাতীয় মান তৈরি করবে যা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে একটি জাতীয় মূল্যায়ণ ও যোগ্যতা কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করবে।

৫.৪ এদেশের জন্য ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা রপ্তানী হিসেবে স্বীকৃত বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও জ্ঞানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো একটি নতুন যোগ্যতা-মাত্রা নির্ধারণ করবে।

৫.৫ বাংলাদেশ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো হবে জাতীয়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ একটি পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে :

ক) জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতার (কোয়ালিফিকেশনের) মান উন্নয়ন এবং ধারাবাহিক উৎকর্ষ সাধন করা;
খ) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সনদের সঙ্গতিপূর্ণ শিরোনাম প্রবর্তন করা;
গ) আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনীতিতে কর্মক্ষেত্রে অর্জিত দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া;
ঘ) ব্যক্তির কাজ পাওয়ার সামর্থ্য বজায় রাখা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উঁচু মানের দক্ষতা নিশ্চিত করা;
ঙ) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে শিল্পের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাখার বিষয়টি উন্নত করা;
চ) কর্মসূচি এবং উন্নতির পথ প্রশস্ত করার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পছন্দের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
ছ) যতদিন কাজ করবেন, ততদিন, এবং তার পরও, কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা যাতে ক্রমশ বাড়তে থাকে সে লক্ষ্যে তাদের জীবনব্যাপী শিক্ষা ও উন্নতির জন্য স্বীকৃত পথ তৈরি করা।

৫.৬ সাধারণ শিক্ষায় ঢোকার আরও রাস্তা তৈরি এবং সমাজের স্বল্প-সুবিধাভোগী এবং স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোয় দুটি প্রাক-বৃত্তিমূলক স্তর সংযোজন করা হবে। এতে ৫টি বৃত্তিমূলক স্তর এবং ডিপ্লোমা পর্যায়ের যোগ্যতার জন্য

একটি স্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (২ নং চিত্র)। জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় যখন কোনো শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পুরোপুরি শেষ করতে পারবে না, তখনও প্রশিক্ষণদাতা সংস্থাগুলি কোনো নির্দিষ্ট মাত্রায় সক্ষমতা অর্জনের বিবরণ প্রকাশ করতে পারবে।

৫.৭ সাধারণ শিক্ষায় একটি নতুন দ্বৈত সনদায়ন পদ্ধতি চালু করা হবে, যার ফলে যেসব ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচির দক্ষতা অংশ, যেমন- এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ভোকেশনাল) এবং এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) কোর্স সন্তোষজনকভাবে শেষ করবে, তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার যোগ্যতার পাশাপাশি অর্জিত যোগ্যতার ভিত্তিতে আলাদাভাবে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) সনদ দেয়া হবে।

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর (এনটিভিকিউএফ লেভেল)	প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা (প্রি-ভোকেশনাল এডুকেশন)	বৃত্তিমূলক শিক্ষা (ভোকেশনাল এডুকেশন)	কারিগরি শিক্ষা (টেকনিক্যাল এডুকেশন)	চাকরির/দক্ষতার শ্রেণী করণ (জব ক্লাশিফিকেশন)
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর - ৬			ডিপেন্ডামা প্রকৌশল বা সমমান	মধ্যম সারির ব্যবস্থাপক / সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সমতূল্য
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর - ৫		জাতীয় দক্ষতা সনদ - ৫ (এনএসসি - ৫)		উচ্চ দক্ষ কর্মী (হাইলি স্কিল্ড ওয়ার্কার) / সুপারভাইজার
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর - ৪		জাতীয় দক্ষতা সনদ - ৪ (এনএসসি - ৪)		দক্ষ কর্মী (স্কিল্ড ওয়ার্কার)
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর - ৩		জাতীয় দক্ষতা সনদ - ৩ (এনএসসি - ৩)		আধাদক্ষকর্মী (সেমি -স্কিল্ড ওয়ার্কার)
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর - ২		জাতীয় দক্ষতা সনদ - ২ (এনএসসি - ২)		মৌলিক দক্ষ কর্মী (বেসিক-স্কিল্ড ওয়ার্কার)
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর - ১		জাতীয় দক্ষতা সনদ - ১ (এনএসসি - ১)		মৌলিক কর্মী (বেসিক ওয়ার্কার)
প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ স্তর - ২	জাতীয় প্রাক-বৃত্তিমূলক সনদ - ২			প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণার্থী
প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ স্তর - ২	জাতীয় প্রাক-বৃত্তিমূলক সনদ - ১			প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণার্থী

চিত্র ২: জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো

৫.৮ যে সকল সরকারী সংস্থা দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তারা তাদের পাঠ্যক্রমকে নতুন জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর মান অনুযায়ী সাজাবার জন্য পর্যালোচনা করবে। এতে এ বিষয়টি নিশ্চিত হবে যে, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রশিক্ষণের যে অংশটি দক্ষতা মান অনুযায়ী তৈরি, সে অংশের জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জন করবে।

৫.৯ এনজিও ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোসহ অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো নতুন মান এবং সহায়ক উপকরণসমূহের সদ্ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে যাতে তাদের কর্মসূচির দক্ষতার অংশ জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হতে পারে।

৫.১০ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেয়ার জন্য যোগ্যতার শিরোনাম যাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় সে লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। জাতীয়ভাবে স্বীকৃত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচীকে সত্যায়নের জন্য একটি নতুন জাতীয় লোগোও প্রবর্তন করা হবে।

৫.১১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নতুন জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বাস্তবায়ন এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্যালোচনা বা পরিবর্তনের জন্য দায়িত্ব পালন করবে।

৫.১২ এনটিভিকিউএফ এর অখন্ডতা রক্ষার জন্য যেসব বেসরকারি প্রশিক্ষণ দানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নতুন জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো শিরোনাম অথবা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত প্রশিক্ষণ লোগো ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য টেকনিক্যাল এডুকেশন রেগুলেশন, ১৯৭৫ সংশোধন করা হবে।

৫.১৩ বর্তমান পর্যায় থেকে নতুন পদ্ধতিতে উত্তরণের মধ্যবর্তী সময়টি নির্বিঘ্ন করতে যে সকল পেশা ও দক্ষতার বেশী চাহিদা রয়েছে সেগুলোর জন্য পর্যায়ক্রমে নতুন মান ও যোগ্যতা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার পর্যায়ক্রমে প্রচুর সম্ভাবনাময় শিল্পখাতের সঙ্গে কাজ করে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো বাস্তবায়ন করবে।

৬. সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ (Competency Based Training & Assessment)

৬.১ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা অবশ্যই শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম হবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি চালু করা হবে।

৬.২ শ্রম বাজারের জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন সেটি আরো বেশি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে ব্যবহারিক দক্ষতার প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়। সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি (সিবিটিঅ্যান্ডএ) চাহিদা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালুর ক্ষেত্রে সহায়তা দিবে, যার ফলে শিল্পখাত এবং প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হবে। শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মানে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত তত্ত্ব -ভিত্তিক শিক্ষা ধারা থেকে নিজেকে আলাদা প্রমান করবে।

৬.৩ সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতি নিচের নীতিমালার ভিত্তিতে প্রণীত হবে:

ক) সক্ষমতা ভিত্তিক কোনো প্রশিক্ষণে একজন শিক্ষার্থীর এগিয়ে যাওয়াটা নির্ধারিত হবে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট মানে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে কিনা তার ওপর – প্রশিক্ষণ কত সময়ের তার ওপর নয়।

খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জন সক্ষমতা মানের বিপরীতে পরিমাপ করা হবে – অন্য শিক্ষার্থীদের অর্জনের সঙ্গে তুলনা করে নয়।

৬.৪ সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতি প্রবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ তৈরি করা, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের সুস্পষ্ট বিবৃতি তৈরি করা যায়। সক্ষমতার এসব একক বা সক্ষমতার মান কর্মদক্ষতার মানদন্ড নির্ধারণ করে, যেগুলো জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো মূল্যায়ণ করবে।

৬.৫ শিল্প খাতের মান ও যোগ্যতা কাঠামো (Industry Sector Standards and Qualifications Structure)

শিল্পখাতের সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে সরকার শিল্প সক্ষমতার মান (ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড) এবং যোগ্যতার এই নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবে। প্রত্যেক শিল্প খাত (শিল্প দক্ষতা কমিটি) সক্ষমতার মানসমূহ তৈরি করবে এবং গুচ্ছ আকারে ভাগ করবে, যা ওই খাতের নিয়োগকর্তা এবং কর্মীবাহিনী যেসব পেশা বা মূল দক্ষতাগুচ্ছকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তার প্রতিফলন ঘটাবে। এই নতুন পদ্ধতি শিল্প খাতের মান এবং যোগ্যতা কাঠামো হিসেবে পরিচিত হবে।

৬.৬ সরকারি বা বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিল্পখাত কর্তৃক সত্যায়নকৃত নতুন সক্ষমতা ভিত্তিক যোগ্যতা প্রদান করতে পারবে না। তাদেরকে শিল্পখাত কর্তৃক নির্ধারিত দক্ষতা মান অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত জনবল রয়েছে কিনা তা দেখাতে হবে।

৬.৭ সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ (সিবিটি অ্যান্ড এ) পদ্ধতিতে এমন প্রত্যাশা থাকবে যে, শিল্পখাত প্রশিক্ষণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বাড়াবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দিবে, যাতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নিয়োগকারীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

৬.৮ *স্কুলগুলোতে পরিচালিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচি যেমন এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসএসসি (ভোকেশনাল) এবং এইচএসএসসি (ব্যাবসায় ব্যবস্থাপনা) পাঠ্যক্রম পরিমার্জন করা হবে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, কোর্সের বৃত্তিমূলক অংশগুলো শিল্প সক্ষমতা মানের ভিত্তিতে তৈরি। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যদি সক্ষম হিসেবে মূল্যায়িত হয় তাহলেই শুধু তারা এনটিভিকিউএফ যোগ্যতা পাবে।*

৬.৯ *সকল শিক্ষক ও প্রশিক্ষককে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে তাঁরা সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতির কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন করতে পারেন। নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রপাতিকে আরো উন্নত করার জন্য উলেণ্ডখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগও করা হবে যাতে তারা শিল্প কর্তৃক সত্যায়নকৃত নতুন যোগ্যতা প্রদান করতে পারে।*

৬.১০ *শিল্পখাতের সক্ষমতা-ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ যাতে শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত খরচের জন্য ক্ষতিগ্রস্ড় না হয়ে গ্রহন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতির প্রভাব নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।*

৭. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণদাতার মান নিশ্চিত করা (Programs and Providers Quality Assured)

৭.১ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত মানের প্রশিক্ষণ শিল্পের এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) ব্যবস্থাকে শিক্ষার্থী ও নিয়োগকারীদের জন্য একটি অধিকতর আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে প্রস্তুত করবে।

৭.২ উন্নত মান এ জন্যও জরুরি যে, দেশ এবং বিদেশে নিয়োগকারীরা উচ্চমানের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন যেসব কর্মী চায়, বাংলাদেশে দেয়া যোগ্যতার সনদে প্রকৃত অর্থে সেই মান যাতে প্রতিফলিত হয় এবং সে বিষয়ে শিক্ষার্থী ও নিয়োগকারী উভয়ই যেন নিশ্চিত থাকতে পারেন।

৭.৩ আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠনিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা এবং পরিচালনার উন্নতি সাধন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো গুণগতমান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের গুণগতমানের উন্নয়নের জন্য দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৭.৪ দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা (Skills Quality Assurance System):

এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ উচ্চ মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ সেবা নিশ্চিত করার জন্য মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা এবং নতুন জাতীয় মানদন্ড প্রবর্তন করা হবে।

নতুন মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি নিচের বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করবে:

ক) সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ দানকারীদের নিবন্ধন;

খ) জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সক্ষমতা ও যোগ্যতাসমূহের উন্নয়ন;

গ) শিখন এবং মূল্যায়ণ কর্মসূচীগুলোর সরকারি স্বীকৃতি;

ঘ) নির্ধারিত মানের বিপরীতে তা মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদাতাদের নিরীক্ষণ;

ঙ) সক্ষমতার এককসমূহের বিপরীতে মূল্যায়ণের উপাদানগুলোকে (যেমন- উপযুক্ত মানের পরীক্ষা ও ব্যবহারিক অভিক্ষা) বৈধতা দেয়া; এবং

চ) প্রশিক্ষণ মান নিশ্চিত করা সংক্রান্ত ম্যানুয়াল তৈরি, মুদ্রণ ও সেগুলোর ফলপ্রসু বাস্তবায়ন ।

৭.৫ নতুন মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীদের অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি; প্রশিক্ষকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মান যেন অন্তত ন্যূনতম মাত্রার হয় তা নিশ্চিত করা।

৭.৬ নতুন এই মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস এবং মানদন্ড প্রণয়ন করা হবে। নতুন পদ্ধতিতেও ধাপ-ভিত্তিক নিবন্ধন পদ্ধতি বিবেচনা করা হবে, যাতে বেসরকারি প্রশিক্ষণ দাতাদের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হয়। পর্যায়ভিত্তিক নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার স্বীকৃতি প্রদান করবে।

৭.৭ একটা সময়ের মধ্যে দক্ষতা প্রদানকারী সকল সরকারি সংস্থা নতুন কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করবে, ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের বিবরণ এবং অন্যান্য যোগ্যতার মাধ্যমে এনটিভিকিউএফ থেকে তাদের অর্জিত দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করবে।

৭.৮ এনএসডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী এই নতুন মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও সময়ান্তরে তা পর্যালোচনার দায়িত্ব হবে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের। এনএসডিসি নিশ্চিত করবে যে, এই বর্ধিত ভূমিকা পালন করার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যেন প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা পায় এবং এজন্য পর্যাপ্ত জনবল ও সম্পদ বরাদ্দ থাকে।

৭.৯ সরকারি স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিবে যেগুলো স্থানীয় প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস অর্জন করেছে। যারা আইএসও ৯০০০ বা আইডবিণ্ডউএ-২ অর্জন করেছে যারা ইউকে কোয়লিফিকেশন এবং কারিকুলাম অথরিটি কর্তৃক বা অস্ট্রেলিয়ান কোয়ালিটি ট্রেনিং ফ্রেমওয়ার্ক (একিউটিএফ) এর আওতায় নিবন্ধন পেয়েছে তারাও এতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮. দক্ষতা উন্নয়নে শিল্পখাতের জোরদার ভূমিকা (Strengthened Role for Industry Sectors in Skills Development)

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমবাজারের চাহিদা এবং সংশিণ্টষ্ট পেশার সাম্প্রতিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত থাকে না, যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেয়া প্রশিক্ষণ দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না। শিল্পের জন্য যে ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সে ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী সৃষ্টি হয় না। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষে শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের একটি ব্যবস্থা তৈরি করা হবে যা ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল (আইএসসি) বা শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল নামে অভিহিত হবে। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশী-বিদেশী শ্রম বাজারের সর্বশেষ চাহিদা ও শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থেকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংযোজন করতে পারবে।

৮.১ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের উপর উৎকৃষ্টতর সামাজিক সংলাপ ও সুদৃঢ় অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে।

৮.২ চাহিদা রয়েছে এমন সব পেশা ও দক্ষতার উপর সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেয়া এবং সংশিণ্টষ্ট খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাভিত্তিক প্রকল্পগুলোর অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতে খাত অনুযায়ী শিল্পকে সংগঠিত হওয়া উচিত। সরকার ও শিল্পখাত এই কার্যক্রমকে একটি ত্রিপাক্ষিক ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিলের (আইএসসি) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঐ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৮.৩ শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল [ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল] বা আইএসসি:

দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো শিল্পখাতকে প্রভাবিত করছে সেসব বিষয়ে আলোচনার জন্য শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলি শিল্প খাতের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প পর্ষদগুলোকে একত্র করবে। দক্ষতা কাউন্সিলগুলি নিচের কাজগুলো করবে:

ক) শিল্পখাতের দক্ষতা উন্নয়ন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা এবং বিদ্যমান ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা ও নিরসন করা;

খ) বিভিন্ন শিল্পের চাহিদা অনুয়ায়ী শিল্পভিত্তিক নির্দিষ্ট দক্ষতা নীতি চর্চা নির্দিষ্ট করা;

গ) উৎপাদনশীলতা এবং কর্মীদের কল্যাণ সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য শিল্পের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা এবং কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানো;

ঘ) কাউন্সিলের আওতাভুক্ত শিল্পখাতের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের উপর দক্ষতা ব্যবস্থার জন্য নেতৃত্ব এবং কৌশলগত উপদেশ দেয়া;

ঙ) শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়া এবং/অথবা পেশাগত মানোন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সহায়তা দেয়া;

চ) দক্ষতা মান ও যোগ্যতা নিরূপণ ও পর্যালোচনায় অবদান রাখা এবং নতুন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম তৈরি করা ও পর্যালোচনায় অংশ নেয়া;

ছ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)কে শিল্পখাতের চাহিদার উপর দক্ষতা বিষয়ে পরামর্শ দেয়া;

জ) শিল্প কারখানায় কর্মীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ ত্বরান্বিত করা;

ঝ) প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিতভাবে খাতের দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

ঞ) শিল্প কারখানার শিক্ষানবিশি কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করা;

ট) প্রশিক্ষণদাতাদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং স্কুল, কলেজ, শিল্পকারখানা এবং প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

৮.৪ শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলি কর্পোরেশনস অ্যাক্টের আওতায় সংশ্লিষ্ট শিল্পখাত কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সম্মত কর্মপরিধি অনুযায়ী তাদের নিজস্ব খাতের জন্য স্বীকৃত শিল্প দক্ষতা কমিটি হিসেবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) কর্তৃক অনুমোদিত হবে। শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলির আয়ের প্রধান উৎস হবে সদস্য চাঁদা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উপার্জন, তবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা থেকে কোনো আয় আসবে না।

৮.৫ শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলির একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) তৈরি করার জন্য সরকার শিল্পখাত এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করবে, তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে এবং বাংলাদেশের শিল্প খাতের দক্ষতা সম্পর্কিত চাহিদা নিরূপণের প্রাথমিক যোগাযোগের সূত্র হিসেবে এগুলো প্রতিষ্ঠা পাবে।

৮.৬ যখন শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলির কার্যক্রম পূর্ণতা লাভ করবে, সরকার শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিনিধিদের জন্য স্কিলস বাংলাদেশ এর ব্যানারে একটি শীর্ষ দক্ষতা পর্ষদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করার জন্য তাদের সঙ্গে এবং অন্যান্য শিল্প অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

৮.৭ বাংলাদেশে একটি অধিকতর কার্যকর দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে যা উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শিল্পখাতের ভূমিকা জোরদার করবে এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো(বিবিএস), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)র বিদ্যমান একক প্রচেষ্টাগুলোকে একটি বিস্তৃত এবং জাতীয়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতির আওতায় সমন্বয় করবে।

৮.৮ সবগুলো প্রশিক্ষণ দানকারী কেন্দ্রের সংখ্যা এবং অবস্থান, তাদের পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কিভাবে ওই সকল কর্মসূচি স্থানীয় কর্মসংস্থান সুযোগের সঙ্গে সমন্বিত হয় সে সম্পর্কে একটি একত্রীভূত প্রয়াস গ্রহনের জন্য সরকার কাজ করবে।

৮.৯ শিল্প এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোর মধ্যে উন্নত অংশীদারিত্ব বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের মানের উৎকর্ষ ঘটাবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেল প্রতিষ্ঠা করতে নিচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে:

ক) প্রশিক্ষণদাতা সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে পিপিপি ব্যবস্থাপনা বোর্ড স্থাপিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে ওই সব প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে যারা এনটিভিকিউএফ থেকে শিল্পখাত অনুমোদিত নতুন চাহিদা ভিত্তিক যোগ্যতা প্রদান করবে;

খ) দ্রুত বর্ধনশীল শক্তিশালী খাতগুলোর জন্য শ্রেষ্ঠ মানের দক্ষতা কেন্দ্র স্থাপন করা, যাতে সেগুলো একটি নেটওয়ার্ক হাব মডেলের মাধ্যমে অন্যান্য প্রশিক্ষণ দাতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মূল শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নীত হয় ;

গ) কাঠামোগত অগ্রাধিকারভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য একটি আবশ্যকতা হিসেবে শিল্প কারখানায় সংযুক্তি বাড়ানো এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশির বাইরে কাজে নিযুক্ত করা; এবং

ঘ) শিল্পখাতের বিশেষজ্ঞদেরকে খন্ডকালীন প্রশিক্ষক, অতিথি বক্তা এবং প্রদর্শক ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করা।

৯. পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের জন্য যথাযথ দক্ষতা ও শ্রমবাজার উপাত্ত (Accurate Skills and Labour Market Data for Planning and Monitoring)

৯.১ কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা উন্নয়নের পরিকল্পনার জন্য মানসম্পন্ন উপাত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে সরকার, নিয়োগকারী, কর্মী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা কি ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন, কোথায় প্রয়োজন এবং কি ধরণের কর্মসূচী পরিচালনা করা প্রয়োজন এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া তহবিলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রধান শ্রম বাজার ও কর্মসূচি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সরবরাহের সঙ্গে শিল্পের চাহিদার মিল রাখার জন্য উপাত্তের প্রয়োজন হয়;

৯.২ দেশ ও বিদেশের সম্ভাব্য নিয়োগকারীর প্রত্যাশা যাতে পূরণ হয় সে জন্য প্রাক-কর্মসংস্থান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সুযোগ এবং দক্ষতা সরবরাহ একই কাতারে থাকা উচিত। কোনো ধরনের পরিবর্তনের কারণে যেসব কর্মীর দক্ষতার উপর প্রভাব পরে, তাদের জন্য নতুন সুযোগ নিরূপণের জন্য সঠিক দক্ষতা এবং শ্রম বাজার উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ;

৯.৩ উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাপূর্ণ খাত ও অঞ্চলের খোঁজ খবর রাখার যেসব পদ্ধতি চালু রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে সংখ্যাগত ও গুণগত পূর্বাভাষ প্রদান ব্যবস্থা বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হবে, যাতে করে নতুন কর্মসংস্থান সম্ভাবনা এবং তাদের জন্য আবশ্যকীয় দক্ষতা চিহ্নিত করতে পারা যায় এবং যারা চাকুরী হারাচ্ছেন তাদের দক্ষতার বিষয়টি বুঝতে পারা যায়;

৯.৪ শ্রমবাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষতা উন্নয়নে সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে যাতে করে এটি সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতের শিল্প, পরিকল্পনাবিদ এবং ব্যবস্থাপকদেরকে সময়মত এবং সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারে। নতুন এই দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা নিচের কাজগুলো সম্পাদন করবে :

ক) দক্ষতার সরবাহ ও চাহিদা এবং সরবরাহ ও চাহিদার সমন্বয় সম্পর্কে দেশীয় উপাত্তের চাহিদা মিটানো;

খ) বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাজারগুলোতে দক্ষতা চাহিদা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক উপাত্তের চাহিদা মিটানো;

গ) আঞ্চলিক এবং জাতীয় উভয় স্তরে বর্তমান দক্ষতা ঘাটতি এবং দক্ষতার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ চাহিদা চিহ্নিত করা;

ঘ) গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের গতি প্রকৃতির উপর দৃষ্টি রাখার জন্য ট্রেসার স্টাডির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

ঙ) দক্ষতার উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার দায়িত্ব চিহ্নিত করা এবং বন্টন করা;

চ) দক্ষতা নীতি ও কর্মসূচি তৈরি এবং ব্যক্তির পছন্দ অবহিত করার জন্য সময়মত এবং বিস্তৃতভাবে উপাত্ত বিতরণের ব্যবস্থা করা;

ছ) বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য উদ্দ্যোগের উপর উপাত্ত সংগ্রহের প্রভাব বিবেচনা করা।

৯.৫ নতুন দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা শিল্পখাত, জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর, দক্ষতা প্রদানকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও বিভিন্ন অঞ্চল ইত্যাদি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করবে। উপাত্ত ব্যবস্থাকে পেশাগতভাবে বিন্যস্ড় করা উচিৎ এবং স্বচ্ছভাবে ও সময়মত উপাত্ত-তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে নীতি নির্ধারক এবং স্টেকহোল্ডাররা যাতে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করা উচিত।

৯.৬ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো থেকে পাওয়া উপাত্তসহ আন্ড়র্জাতিক চাহিদা উপাত্ত সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। বিএমইটির উপাত্ত অনুবিভাগকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং একে যথাযথ কারিগরি সহায়তা দেয়া হবে যাতে প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা চাহিদা ব্যবস্থাপনার জন্য এর সামর্থ্য বাড়ে এবং এ বিষয়ে সংস্থাটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে।

৯.৭ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এবং এর সচিবালয় নতুন দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ন করবে। দক্ষতার সরবরাহ এবং চাহিদা উভয় ক্ষেত্রের উপাত্ত একত্রীকরণ এবং বিশেল্গষণের জন্য দায়িত্ব থাকবে এনএসডিসি সচিবালয়ের উপর, যাতে করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এবং এর কার্যনির্বাহী কমিটি যথোপযুক্ত পরিকল্পনা এবং সম্পদ সংস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করতে পারে ।

৯.৮ এই নতুন ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দিতে সরকার শিল্পখাত ও সামাজিক অংশীদারদের সঙ্গে শিক্ষার্থী এবং দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার অন্যান্য ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বৃত্তিমূলক নির্দেশনা পদ্ধতি তৈরির কাজ করবে, যা নিচের বিষয়গুলি বিস্ড়্রারিতভাবে বর্ণনা করবে:

ক) প্রত্যেকটি শিল্প খাতে চাকরির পরিস্থিতি, বিভিন্ন পেশা এবং কাজের সম্ভাবনা;

খ) প্রত্যেকটি চিহ্নিত পেশার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন এবং নানাবিধ সুযোগ;

গ) গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক শ্রম বাজার এবং চাহিদা রয়েছে এমন সব মূল পেশা;

ঘ) নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধিসহ বিভিন্ন খাতে কাজের পরিবেশ; এবং

ঙ) শ্রম সম্পর্কিত আইন এবং অন্যান্য ধরণের শ্রম বিধিবিধানের আওতায় সংশিল্গষ্ট সকলের অধিকার ও দায়দায়িত্ব।

৯.৯ দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা দেয়ার জন্য একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থা চালু করা হবে যা বাংলাদেশে সকল সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা কর্তৃক পরিচালিত কোর্স ও কর্মসূচির উপর বিস্ড়্রারিত নানা তথ্য নিয়োগকারী, প্রশিক্ষণার্থী ও জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেবে।

১০. *যোগ্য এবং প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক ও প্রশিক্ষক* (Competent and Certified Instructors and Trainers)

১০.১ *কোন কার্যকর দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মেরুদন্ড হচ্ছে একটি সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষক ও প্রশিক্ষক দল, যাদের দায়িত্ব হচ্ছে আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া। এসব শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের অবশ্যই প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী কারিগরি দক্ষতা থাকতে হবে। পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা কর্মস্থলে প্রশিক্ষণ দেয়া ও মূল্যায়ণ করার সামর্থ্য থাকতে হবে।*

১০.২ *প্রশিক্ষণ জনবল তৈরির জন্য একটি অনেক বেশি কার্যকর উপায় বের করার জন্য শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য একটি নতুন জাতীয় প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থা চালু করা হবে। এটি নতুন জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর অধীনে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে কর্মসূচি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের জন্য যে একই অভিন্ন মান, কর্মসূচি এবং যোগ্যতার প্রয়োগ হচ্ছে তা নিশ্চিত করবে।*

১০.৩ *এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ জনবলের গুণগতমান এবং পেশাদারিত্ব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হবে, কারণ;*

ক) এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষিত ও প্রত্যয়নকৃত করা হবে;

খ) জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে যারা জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি পরিচালনা করবেন, বেসরকারি খাতের সেসব প্রশিক্ষককে নতুন ব্যবস্থার আওতায় অবশ্যই প্রত্যয়নকৃত হতে হবে;

গ) পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সুবিধাসমূহকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে;

ঘ) নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রত্যয়নকৃত জাতীয় মাস্টার প্রশিক্ষকদের একটি দল সৃষ্টি করা হবে, যার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি আলাদা মাস্টার প্রশিক্ষক দলও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঙ) শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য বর্তমানের আবশ্যক যোগ্যতা পর্যালোচনা করা হবে, যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে, সকল প্রশিক্ষকের কারিগরি যোগ্যতা অথবা শিল্প অভিজ্ঞতা তারা যে স্তরে শিক্ষা দিচ্ছেন, অন্তত সেই স্তরের যোগ্যতার সমান;

চ) নতুন পদ্ধতির আওতায় প্রত্যয়ন অর্জন করার জন্য বেসরকারি খাতের প্রশিক্ষকদের উৎসাহিত করতে প্রনোদনার ব্যবস্থা করা হবে; এবং

ছ) সকল সরকারি খাতের শিক্ষক ও প্রশিক্ষক যাতে তাদের দক্ষতার মান ধরে রাখেন, তা নিশ্চিত করার জন্য পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

১০.৪ *দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় নমনীয়তা এবং গতিময়তা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্বে যেসব সংস্থা রয়েছে, তাদের জনবল সংক্রান্ত নীতিমালা আরো সহজ করা হবে যাতে নতুন পদ্ধতির আওতায় যোগ্যতা অর্জনকারী প্রশিক্ষকদের এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় যাওয়ার সুযোগ বাড়ে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি, বিশেষ করে বর্তমান শিল্প*

অভিজ্ঞতার পরিবর্তে প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও ডিগ্রীর বেশি চাহিদার বিষয়টিকে যে রকম গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় তা দূর করার জন্য এসব নীতিমালা পর্যালোচনা করা হবে।

১০.৫ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থা নিচের বিষয়গুলি নিশ্চিত করবে:

ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়ণের ভিত্তি হিসেবে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য যে জাতীয় দক্ষতা মান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার করা হচ্ছে;

খ) সকল শিক্ষক ও প্রশিক্ষক পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতিসহ সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

গ) সুবিধাবঞ্চিত দলসমূহের বেশি হারে দক্ষতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে সহায়তা দেয়ার জন্য শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের সামগ্রিক শিক্ষণ-শিখন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে;

ঘ) প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবহারের ওপর শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে;

ঙ) শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার উপর পর্যাপ্ত দক্ষতা রয়েছে; এবং

চ) শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদেরকে প্রদত্ত যোগ্যতা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত হচ্ছে।

১০.৬ প্রশিক্ষকদের বর্তমান তীব্র ঘাটতির কারণে নতুন ব্যবস্থা দুই ধাপের একটি প্রত্যয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করবে, যাতে করে স্বল্প সময়ে বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষক নিয়োগ করা যায়, যাদের যথাযথ শিল্প কারখানার কারিগরি দক্ষতা রয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে তাদের স্বল্পমেয়াদি নিবিড় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপ্তির পর নিয়োগ দেয়া হবে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

১০.৭ সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষকদের নিয়োগ ব্যবস্থাপনা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ উল্লিখিত কমিশন দ্বারা পরিচালনা করা হবে এবং সেজন্য আলাদাভাবে খাত ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের চাহিদার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে এবং সকল টিভিইটি ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় আনা হবে।

১০.৮ কর্মরত শিক্ষক ও প্রশিক্ষককে তাদের কর্মস্থলের কারিগরি দক্ষতা উন্নীত কারার জন্য 'রিটার্ণ টু ইন্ডাস্ট্রি' বা শিল্পে ফেরা কর্মসূচীকে কার্যকর করতে সরকার ও শিল্পখাত একটি সমন্বিত উদ্দ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রশিক্ষকদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি নিবিড় দক্ষতা উন্নীতকরণ কর্মসূচি তৈরি করার জন্য কতিপয় অগ্রবর্তী খাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

১০.৯ দক্ষতা উন্নয়ন জনবল তৈরি উৎসাহিত করার জন্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ/কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে তাদেরকে আবশ্যক প্রশিক্ষণ/কারিগরি জ্ঞান উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০.১০ পেশাগত উন্নয়নের সুযোগে সমতা আনার জন্য নতুন পদ্ধতির প্রশিক্ষণে মহিলা প্রশিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১০.১১ যেহেতু বহু সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তীব্র প্রশিক্ষক ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে, সরকার সেজন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ বাড়ানোর জন্য একটি কৌশল তৈরি করবে, যাতে করে শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ হয় এবং সেক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় প্রশিক্ষক হিসাবে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে।

১০.১২ পেশায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্বীকৃতি এবং পুরস্কার দেয়ার একটি পদ্ধতি চালু করা হবে এবং প্রশিক্ষকদেরকে অন্যান্য দেশের মানসম্মত দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভের জন্য আন্তর্জাতিক পেশাজীবি বিনিময়ের একটি সমন্বিত কর্মসূচী তৈরি করা হবে।

১০.১৩ বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রাখছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা সংস্থার এবং শিল্পখাতের প্রশিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে।

১১. *কার্যকর এবং নমনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা* (Effective and Flexible Institutional Management)

১১.১ *বাংলাদেশে দক্ষতা ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোর ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ বাড়ানো করা হবে।*

১১.২ *সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের নিয়োগ ও বাছাই প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া থাকতে হবে। সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশি কার্যকর করার জন্য নিয়োগ বিধি পরিবর্তন করা হবে, যাতে করে:*

ক) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে যোগ্যতাসম্পন্ন খন্ডকালীন বা চুক্তি ভিত্তিক অথবা নৈমিত্তিক ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে পারে; এবং

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে, কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়।

১১.৩ *আর্থিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বকেও বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে যাতে করে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরা স্থানীয় শিল্পের সঙ্গে আরও কার্যকর অংশীদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা সুদৃঢ় করতে পারেন।*

১১.৪ *যেসব কোর্সের চাহিদা কম, সেসব কোর্স বন্ধ করা, এবং শিল্পখাতের নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে মিলে নতুন নতুন কোর্স প্রবর্তন এবং পাঠদান করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বায়ত্বশাসন দেয়া হবে।*

১১.৫ *শিল্পখাতের প্রয়োজনের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে প্রণোদনা ও ফলাফল পদ্ধতি চালু করা হবে, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশি ক্ষমতা দেয়া হবে।*

১১.৬ *শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রীদের কোর্সে ভর্তি, কোর্স শেষ করা, তাদের কর্মসংস্থান, লিঙ্গ, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর মানুষ এবং আদিবাসী ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করবে যা জাতীয় উপাত্ত পদ্ধতিতে অবদান রাখবে, এবং শিক্ষার্থীরা ভাল করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা যাবে।*

১১.৭ *ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের উপর আরো বেশি নজর দেয়া হবে এবং তা একটি নতুন ট্রেসার ষ্ট্যাডি পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে। সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতি চালু করবে।*

১১.৮ *শিল্পখাতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকার সকল সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট প্রবর্তন করবে। যারা জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) অনুসরণ করে শিল্প অনুমোদিত নতুন যোগ্যতা প্রদান করার চেষ্টা করছে, এ ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এসব ব্যবস্থাপনা বোর্ড স্থানীয় শিল্প সংগঠন বা শিল্প প্রতিনিধি এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তত্ত্বাবধান করবে। তারা ফলাফলভিত্তিক পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন পদ্ধতি চালু করতেও সহায়তা প্রদান করবে।*

১১.৯ *প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোও পর্যালোচনা করা হবে, যাতে পদের সংখ্যা ও সক্ষমতার সঠিক সমন্বয় ঘটে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল ও গতিশীল প্রশিক্ষণে তারা সহায়তা দিতে পারে।*

১১.১০ অধিকাংশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পুরুষের প্রধান্য বেশি এবং সেগুলো লিঙ্গসমতাপূর্ণ নয়, বিশেষ করে উচ্চতর পদে পুরুষের প্রতিনিধিত্ব বেশী। এই অসমতা দূর করার জন্য একটি ইতিবাচক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে ব্যবস্থাপনা এবং উর্ধতন পদে কমপক্ষে ৩০% মহিলা নিয়োগ দেয়া যায় এবং শারীরিকভাবে অসমর্থ জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য স্বল্পপ্রতিনিধিত্বকারী দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি হয়।

১১.১১ যেহেতু সরকারি তহবিল এবং মূলধন সম্পদ ব্যবহার করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশি জবাবদিহি করতে হবে, সেগুলোতে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং নিম্নমানের কাজের জন্য সেই অনুপাতে ফল ভোগ করার একটি নতুন কার্যসম্পাদন-পদ্ধতি তৈরি করা হবে। পরিবীক্ষণ এবং ফলাফলের প্রতিবেদন দেয়ার পদ্ধতি আরো শক্তিশালী করার জন্য আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে ফলাফলভিত্তিক একটি নতুন প্রতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা পরিবীক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করা হবে।

১১.১২ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য নিরন্তর উন্নতি সাধনের একটি উপায় বের করা ও তা কাজে লাগানো নিশ্চিত করার জন্য সরকার শিল্পখাত এবং সামাজিক অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করবে যাতে তারা সেবা গ্রহণকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এসব পদ্ধতি ও মান জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামোর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন ও পুনঃনিবন্ধনের শর্ত হিসাবে যুক্ত হবে।

১১.১৩ সরকার, শিল্পখাত ও সামাজিক অংশীদাররা মানসম্পন্নতার একটি সংস্কৃতি তৈরি এবং উৎকৃষ্ট কাজ পুরস্কৃত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের মান অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে।

১১.১৪ অধ্যক্ষ এবং জ্যেষ্ঠ কর্মচারীদেরকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্বের অনুশীলন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষিত হতে হবে।

১১.১৫ কর্মীরা যাতে তাদের কাজের ব্যবস্থাপনা করতে পারেন সেজন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি মানসম্পন্ন অপারেশন ম্যানুয়াল তৈরি করা হবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে নিয়োগ পাওয়া সকল কর্মচারীর জন্য তাদের কর্মসূচির উপর ইন্ডাক্‌শন/ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করবে।

১১.১৬ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কার্যকর ও সার্বিক শিখন পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখা নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ-সুবিধা এবং যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার উন্নয়ন সহযোগী ও শিল্পখাতের সঙ্গে কাজ করবে।

১১.১৭ অনেক বেশি বিকেন্দ্রীকৃত ও চাহিদা-ভিত্তিক এই নতুন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের বিভিন্ন কোর্সের প্রসার ঘটানোর জন্য বিপণন কৌশল তৈরি করতে হবে। ছাত্রছাত্রী এবং শিল্প উভয়ের যেসব অভিযোগ রয়েছে সেগুলো শোনা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন হবে।

১১.১৮ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধা ভিত্তিক নির্বাচন, নিয়োগ, ভর্তি এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সেগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন সব বাইরের হস্তক্ষেপ কাটিয়ে উঠতে সরকার শিল্পখাত এবং সামাজিক সহযোগীদের সঙ্গেও কাজ করবে।

১১.১৯ শিল্পখাতের দেয়া তথ্য এবং রিসোর্স ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময়মত এবং কার্যকর পেশা সংক্রান্ত নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান একটি ভূমিকা পালন করবে। একটি সহজ পদ্ধতি তৈরি

করা হবে, যাতে বাবা মা, শিক্ষার্থী, নিয়োগকারী, কর্মী এবং প্রশিক্ষণদাতারা তাদের দক্ষতা উন্নয়নে পছন্দের বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো বেশি অবহিত হয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারেন।

১১.২০ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কাজে নিযুক্তির জন্য সহযোগিতা দেয়ারও প্রয়োজন হবে, যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা তাদের কর্মসূচি শেষ করার পর কাজ খোঁজার জন্য সহায়তা পায় এবং ছাত্রছাত্রীরা কোথায় কাজ পায় অথবা পায় না, সে সম্পর্কেও উপাত্তগুলো পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ করা হবে।

১২. জোরদার শিক্ষানবিশ ব্যবস্থা (Strengthened Apprenticeships)

১২.১ শিক্ষানবিশি বা অ্যাপ্রেনটিসশিপ নানা নামে পরিচালিত, যেমন ক্যাডেটশিপ, ট্রেইনিশিপ বা ইন্টার্নশিপ। এই ব্যবস্থাটি বহু দেশে তরুণদের জন্য কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি এবং পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কাজের জগতে ঢোকার কার্যকর পথ হিসেবে বিবেচিত। যদিও এখন পর্যন্ত সরকার, শিল্পখাত অথবা বৃহত্তর অর্থে সমাজ আনুষ্ঠানিক এই ব্যবস্থা ভালভাবে সমর্থন করেনি।

১২.২ একথাটি এখন স্বীকৃত যে, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি ব্যবস্থায় প্রায়শঃই স্বচ্ছ চুক্তির ঘাটতি থাকে; এটি আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়না অথবা আইনের আওতায় পড়েনা, ঠিকমত এর পরিবীক্ষণ হয়না এবং যে দক্ষতা দেয়া হয় তার মান হয় অসম। প্রশিক্ষণদাতারাও ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিল্পকারখানায় সংযুক্তির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। এসব অবস্থার মধ্যে এরকম একটি ঝুঁকি থেকে যায় যে, শিক্ষানবিশরা কোনোরকম অর্থবহ প্রশিক্ষণ অর্জন ছাড়াই সস্তা কর্মী হিসেবে শিল্পের নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

১২.৩ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মাধ্যমে শিক্ষানবিশি পদ্ধতিকে শক্তিশালী এবং সম্প্রসারণ করা হবে যাতে করে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি সংখ্যক নিয়োগকারী, উঁচুমানের ক্রাফ্টসপারসন এবং শিক্ষার্থীরা নতুন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

১২.৪ শিল্পকারখানায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি উৎসাহিত করা এবং অনুগ্রহণ (টেক-আপ) বৃদ্ধি করার জন্য সরকার, শিল্পখাত এবং অন্যান্য সামাজিক সহযোগীরা যথাযথ কর্মসম্পাদন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা প্রদান পদ্ধতি তৈরি করবে, যার মধ্যে আর্থিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১২.৫ সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থার সহযোগিতায় কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং কাজ ছাড়া প্রশিক্ষণ দেয়ার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশিতে সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি সংযুক্ত করা হবে। এভাবে শিক্ষানবিশিকে দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিতে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) এক ধরনের প্রকাশ হিসেবে দেখা হবে।

১২.৬ শিক্ষানবিশরা জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জন করবেন। শিল্পখাত যে পেশাগুলোকে অগ্রাধিকারভুক্ত পেশা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেসব পেশার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রণোদনা সীমিত হলেও সরকার শিল্পখাতের সর্বত্র জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর সকল পর্যায়ে শিক্ষানবিশি সহজলভ্য করার জন্য সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবে এবং শিক্ষানবিশি এবং বাংলাদেশের তরুণদের জন্য নতুন ধারার জাতীয় সেবার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষানবিসি বিধিমালায় যেভাবে নির্দিষ্ট আছে, সেভাবে সংস্থাকে শিক্ষানবিশ গ্রহন করতে হবে।

১২.৭ যেহেতু শিক্ষানবিশি বিষয়টি সম্পর্কে শিল্প এবং জনসাধারণের মধ্যে বড় ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে, সে জন্য পরিচালিত কার্যক্রমের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক বিপণন এবং প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হবে।

১২.৮ বর্তমান শিক্ষনবিশি পদ্ধতিকে আনুষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির আওতায় আনার চেষ্টা করা না হলেও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শিক্ষানবিশির জন্য একটি অনুশীলন কোড তৈরি করার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে দক্ষতার মান এবং কর্মস্থলসমূহের সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো যেতে পারে। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শিক্ষানবিশির জন্য একটি অনুশীলন কোড প্রণয়ন করা হবে এবং নিচের বিষয়গুলি নিশ্চিত করবে:

ক) সর্বসম্মত সর্বনিম্ন মজুরির হার, কাজের শর্ত এবং শিক্ষানবিশির সময়কাল নির্ধারণ;

খ) নিয়োগকারী এবং শিক্ষনবিশ বা তার অভিভাবকের মধ্যে সুস্পষ্ট এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি, যা সরকার বা স্থানীয়ভাবে অনুমোদিত মধ্যস্থতাকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবন্ধিত হওয়া;

গ) শ্রম আইনে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠিত শিক্ষনবিশি কাজের জন্য আবশ্যিক সর্বনিম্ন বয়স নিশ্চিত করা;

ঘ) কাজের মাধ্যমে কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অথবা শিক্ষনবিশি সময়কালে বা উভয়ের মাধ্যমে যেসব দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে তা চিহ্নিত করা;

ঙ) আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরণের প্রশিক্ষণের এবং কর্মস্থলের মধ্যবর্তী সময়ে যেখানে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে অর্জিত সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য জাতীয় দক্ষতা লগবুক ব্যবহার করা;

চ) আনুষ্ঠানিকভাবে অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা মূল্যায়ণ করার জন্য মনোনীত আরপিএল কেন্দ্রের মাধ্যেমে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির অনুমোদন দেয়া; এবং

ছ) শিক্ষানবিশদের জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সনদ প্রাপ্তির সুযোগ দেয়া।

১২.৯ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার এবং তার সহযোগীরা প্রণোদনার ব্যবহার খতিয়ে দেখবে এবং মূল্যায়ণ করবে। এই প্রণোদনার মধ্যে থাকবে যন্ত্রপাতি সহায়তা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সহজলভ্য ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য সহায়তা কৌশল, যাতে করে শিক্ষানবিশি পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করাটা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির চেয়েও আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং বস্তুগত সুফল বয়ে আনে।

১২.১০ এসব পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য শ্রম আইন এবং শিক্ষানবিশি নিয়ম-নীতি প্রয়োজন মাফিক সংশোধন করা হবে।

১৩. পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি [আরপিএল] (Recognition of Prior Learning)

১৩.১ অনেক নাগরিক কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজের মাধ্যমে এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি দেয়া এবং অধিকতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আরো সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির জন্য একটি পদ্ধতি চালু করা হবে।

১৩.২ পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার (দক্ষতা ও জ্ঞান) আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিবে, যাতে যে কোনো ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহন করার সুযোগ পান এবং তার কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারেন। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতি এ নিশ্চয়তা দিবে যে:

ক) প্রত্যেকের জন্য তার জ্ঞান ও দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে;

খ) কাজ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, মজুরি বা মজুরি ছাড়া কাজের মধ্য দিয়ে বা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অথবা এসবগুলোর সমন্বয়ে কাজ ও দক্ষতা অর্জিত হয়;

গ) যেখানে সম্ভব, এই স্বীকৃতি সক্ষমতা ও জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) অন্তর্ভুক্ত সক্ষমতা এবং যোগ্যতার বিপরীতে নির্দিষ্ট করা হবে;

ঘ) আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য আবেদনকারীকে তার জ্ঞান ও দক্ষতার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ অবশ্যই দেখাতে হবে। এই সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে থাকতে পারে:

১. কাজের নমুনা;

২. সনদপত্র;

৩. পোর্টফোলিও বা দলিলপত্র; এবং

৪. প্রশংসাপত্র ও রেফারির প্রতিবেদন।

ঙ) যে কর্মসূচীর জন্য চাওয়া হচ্ছে, প্রদত্ত স্বাক্ষ্য-প্রমাণ তা মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো মেটানোর জন্য যদি তা পর্যাপ্ত, যথেষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য এবং সঠিক হয়, তাহলে পূর্ব অজ্ঞিতার স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতি তখনই অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করবে।

চ) বেশির ভাগ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কয়েক ধাপে মূল্যায়ণ বা প্রমাণের জন্য পরীক্ষা নেয়া হবে এবং সেগুলো শেষ হলে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) আওতায় আলাদা আলাদা সক্ষমতা এককের জন্য একটি সমতূল্য যোগ্যতা বা কৃতিত্বের বিবৃতি সনদ দেয়া যেতে পারে।

ছ) যারা নিরক্ষর, যাদের শারিরীক বা বুদ্ধিগত সক্ষমতার অভাব রয়েছে বা যারা নিচের ধাপের শিক্ষা অর্জন করেছেন, তারা যদি নির্ধারিত ধাপের দক্ষতা দেখাতে পারেন, তাহলে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

জ) যারা তাদের দক্ষতার স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং/অথবা প্রত্যয়ন পত্র পেয়েছেন, তারা যদি কোনো একটি যোগ্যতা স্তর সম্পূর্ণ করতে চান বা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় তাদের দক্ষতা উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে চান, তাহলে তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ঢোকার সুযোগ থাকবে।

১৩.৩ পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার নিশ্চিত করবে যে:

ক) সকল সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দেয়া দক্ষতা প্রশিক্ষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির (আরপিএল) সুযোগ থাকবে; এবং

খ) বিটিইবি'র অধিভুক্ত সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সকল সম্ভাব্য শিক্ষার্থীকে আরপিএল দিবে।

১৩.৪ সরকার এবং তার সহযোগীরা আরপিএল এর জন্য সম্ভাব্য মূল্যায়ণ কেন্দ্র বাছাই করবে যাতে ওই কেন্দ্রগুলি স্বীকৃত অন্যান্য প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানের মত একই কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৩.৫ আরপিএল পদ্ধতি প্রবাসী কর্মীদের জন্য বর্ধিত আকারের প্রশিক্ষণ এবং পুনঃপ্রশিক্ষণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে যাতে বিদেশে যাওয়া ও বিদেশ থেকে ফেরা কর্মীরা তাদের দক্ষতার যথাযথ স্বীকৃতি এবং প্রত্যয়ন পেতে পারেন এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরের স্বীকৃতি এবং সে অনুযায়ী বেতন ভাতা পেতে পারেন।

১৪. অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ (Improved Access for Under-represented Groups)

১৪.১ দেশের দারিদ্র কমানো এবং স্কুলে পড়াশোনার সুযোগের সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্য আরো বেশি সংখ্যক নাগরিকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন, যা তাদের কাজ পাওয়ার সামর্থ্য বাড়াবে। প্রচলিত দক্ষতা প্রশিক্ষণে স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানোর জন্য প্রথমে কৃষি, মৎস্য এবং হস্তশিল্পকে লক্ষ্য করে কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে।

১৪.২ অনগ্রসর শ্রেণীর দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার খরচ মেটানোর জন্য তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার শিল্পখাত এবং অন্যান্য সামাজিক সহযোগীর সঙ্গে একযোগে কাজ করবে যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি চালু করা যায়।

১৪.৩ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি শেষ করে বেরুনো শিক্ষার্থীর জন্য নতুন এই ক্ষুদ্র-ঋণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তহবিলের যোগান দিবে, যাতে করে সফল আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

১৪.৪ নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী:

সাধারণ শিক্ষার ক্লাস-৮ শেষ করার আগে অনেক শিক্ষার্থী স্কুল ছেড়ে দেয় এবং এ কারণে তারা আনুষ্ঠানিক দক্ষতা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য সরকার তার সহযোগীদের সঙ্গে সংস্কার উদ্যোগের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করবে যে:

ক) আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে ক্লাস-৮ এর পূর্বশর্ত সরানো হয়েছে এবং এর পরিবর্তে প্রশিক্ষণ স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোর্স নির্দিষ্ট ভর্তির যোগ্যতা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে;

খ) স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষার্থীরা যাতে এমন সব কোর্সে অংশ নিতে পারে যেগুলোর মাধ্যমে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জন করা যায় সেজন্য এনটিভিকিউএফ ও বিভিন্ন যোগ্যতা ও সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

গ) অর্থবহ কর্মসংস্থানের জন্য স্বল্প শিক্ষিতদের চাহিদা অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে কোর্স তৈরি করা হয়;

ঘ) নিম্নস্তরের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো পরিচালনা ও মূল্যায়ণ করতে হয় তা শেখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং ব্যবস্থাপকরা পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন;

ঙ) মূল্যায়ণ পদ্ধতিগুলোতে কিছু যুক্তিসঙ্গত সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে যেমন, যেসব শিক্ষার্থীর পড়তে পারার সমস্যা আছে তাদেরকে প্রশ্ন পড়ে শোনানো এবং উত্তর হুবহু লেখার জন্য কারো সাহায্য নেয়া; তবে সেক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, যে সক্ষমতার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে তাতে যেন ঐ পড়ে শোনানো বা যে ব্যক্তি লিখবেন, তার সক্ষমতা কোনো প্রভাব না ফেলে; এবং

চ) স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য শিক্ষানবিশিসহ আনুষ্ঠানিক কোর্সে অংশ নেয়ার জন্য এবং দক্ষতার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে নতুন প্রি-ভোকেশনাল স্তর তৈরি করা হয়েছে।

১৪.৫ নারী:

নারীদের জন্য অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থান, অথবা তারা যে কাজ করছেন তাতে আরো উন্নতি করার জন্য তারা যাতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেন সেজন্য আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় কর্মসূচিতে তাদের জন্য সমান সুযোগ থাকা উচিৎ। বর্তমানে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের নিচু হার, বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসমতা সংশোধন করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া হবে। দক্ষতা উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য:

ক) নারীদের কাজ পাওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত দক্ষতা কর্মসূচি চালু করা হবে;

খ) কর্মসূচিগুলো এবং সেগুলোর কর্মপদ্ধতি লিঙ্গবান্ধব কিনা তা পর্যালোচনা করা হবে;

গ) দক্ষতা উন্নয়নের সুফল সম্পর্কে নারীদের জন্য সামাজিক বিপণন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে;

ঘ) সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা হবে;

ঙ) ছাত্রীদের জন্য লিঙ্গ বান্ধব পরিবেশের ব্যবস্থা করা হবে;

চ) ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট বা প্রসাধন কক্ষের ব্যবস্থা করা হবে;

ছ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হবে;

জ) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে;

ঝ) সকল প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকরা যাতে লিঙ্গ সচেতনতা, কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ এবং সমান কর্মসংস্থান সুযোগের ওপর প্রশিক্ষণ পান তা নিশ্চিত করা হবে; এবং

ট) সকল ছাত্রছাত্রীর পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ তৈরি জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১৪.৬ বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর মানুষ (Persons with Disabilities):

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন - ২০০১ এ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তাদের সুযোগ আরো বৃদ্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অর্জন করার জন্য:

ক) দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য এনএসডিসি'র একটি বিশেষ উপদেষ্টা পর্ষদ একটি কর্মকৌশল তৈরি করবে;

খ) বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়ানো হবে;

গ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষকরা বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাথে কিভাবে কাজ করতে হবে তার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন;

ঘ) সম্মত অগ্রাধিকারভিত্তিক পেশা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি পাঠ্যসূচি ও পাঠদান পদ্ধতি প্রণয়ন করা হবে;

ঙ) প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেয়ার জন্য পাঠদান ও মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য যৌক্তিকভাবে কিছু ছাড় দেয়া হবে, যাতে তারা প্রয়োজনীয় স্তরের দক্ষতা অর্জন করতে পারে;

চ) সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর মানুষের ভর্তির জন্য ৫% এর একটি কোটার সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে;

ছ) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে;

জ) প্রশিক্ষণ এবং কাজ বেছে নেয়ার জন্য পরামর্শের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার থাকবে;

ঝ) বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণীর মানুষের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রধান প্রধান সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

১৪.৭ শ্রমজীবি কিশোর (Working Adolescents) :

আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ করা এবং বাংলাদেশের তরুণদের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরির জন্য দক্ষতা উন্নয়নে শ্রমজীবি কিশোরদের অংশগ্রহণের সুযোগ আরও বাড়ানো উচিত। ভবিষ্যতে শোভন কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্য কাজ করার আইনসম্মত বয়সের কিশোরদের মানসম্মত দক্ষতা প্রশিক্ষণ পাওয়ার অধিকার থাকবে। নতুন ব্যবস্থা নিচের বিষয়গুলির সংস্থান করবে:

ক) শিক্ষানবিশিসহ আনুষ্ঠানিক কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্সে শ্রমজীবী কিশোরদের ঢোকার সুযোগ;

খ) অর্থবহ কাজ পাওয়ার জন্য শ্রমজীবী কিশোরদের প্রয়োজন মেটাতে সুনির্দিষ্টভাবে কোর্সগুলো ডিজাইন করা;

গ) শ্রমজীবী কিশোরদের জন্য কোর্সের সময়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো;

ঘ) মূল্যায়ণ এবং আরপিএল প্রক্রিয়ায় যুক্তিযুক্ত ছাড় দেয়ার ব্যবস্থা রাখা;

ঙ) প্রত্যেক কোর্সের জন্য শিল্পকারখানায় সংযুক্তির একটি সুসংগঠিত অংশ রাখা;

চ) শিক্ষার একটি নিরাপদ পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্র যেখানে শিশুদের কাজে লাগানো হয় না;

ছ) বিশেষ চাহিদার শ্রমজীবি কিশোরদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ দেয়া; এবং

ঝ) শ্রমজীবি কিশোরদের বিভিন্ন কোর্স চালু করা যেগুলোর মধ্যে পরামর্শ সেবাসহ প্রশিক্ষণের সময় ও তার পর দেয়া সহায়তা কৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৪.৮ স্বল্পোন্নত এলাকা :

অনেক নাগরিকের পক্ষে তাদের অবস্থানগত বিচ্ছিন্নতা অথবা সুযোগের অভাবের কারণে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে ঢোকা তেমনভাবে সম্ভব হয় না। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে এই সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

বৃদ্ধির জন্য সরকার সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে হাওড়, চর এবং মঙ্গা কবলিত এলাকার মানুষের জন্য ১০% ভর্তির লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করবে।

১৪.৯ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী :

বাংলাদেশের পলণ্টী অঞ্চলের বিশাল জনসংখ্যার কথা বিবেচনায় রেখে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই দক্ষতা উন্নয়ন করা হবে, এবং যেখানে সম্ভব, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দক্ষতার সংযুক্তি শক্তিশালী করা হবে। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জনগোষ্ঠী ভিত্তিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ (Community Based Training for Rural Economic Empowerment - CBTrEE) পরিচালনা করা হবে, যার উদ্দেশ্য হবে:

ক) প্রধান প্রধান গ্রামীণ শিল্প যেমন কৃষি, গবাদিপশু, মৎস্য এবং হস্তশিল্প প্রভৃতিকে মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরা এবং একই সঙ্গে গ্রামীণ অবকাঠামো এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীভিত্তিক সেবার মান উন্নয়নের জন্য দক্ষতা দেয়া;

খ) স্বল্প সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলোর স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা তৈরি করা;

গ) কোর্স শেষে কাজ পাওয়ার যেসব সুযোগ রয়েছে সেগুলোকে ব্যয়সাশ্রয়ী ক্ষুদ্রঋণ সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত করা;

ঘ) আরো বেশি প্রশিক্ষণ নেয়া অথবা এর মান উন্নত করার জন্য আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণগুলোর সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করা;

ঙ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণের সময় এবং পরে সহায়তা দেয়ার কর্মকৌশল অন্তর্ভুক্ত করা যা ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ তুলে ধরে;

চ) যে সকল প্রশিক্ষক সমাজভিত্তিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া;

ছ) শিল্পখাতে দক্ষতার বিষয়গুলো সক্ষমতার সাথে এবং/অথবা এনটিভিকিউএফ থেকে পাওয়া যোগ্যতার সাথে যুক্ত করা;

জ) ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা দেয়া; এবং

ঝ) একটি লিঙ্গ বান্ধব পরিবেশে প্রশিক্ষণ দেয়া।

১৫. বেসরকারি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা:

১৫.১ বাংলাদেশে বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতারা উলেণ্ডখযোগ্য পরিমাণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং তারা স্থানীয় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় গুর ত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১৫.২ তাদের ভূমিকা শক্তিশালী করার জন্য সরকার শিল্প এবং সামাজিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিস্তৃত ও বহুমূখী প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবে, যার মধ্যে থাকবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সহযোগিতা দেয়া।

১৫.৩ বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই ন্যূনতম মান সম্পন্ন হতে হবে যা অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা, কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা এবং পরিচালিত কর্মসূচির মান নিশ্চিত করবে এবং তা বজায় রাখবে। যেসব বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা এনটিভিকিউএফ এর অধীনে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদান করার ইচ্ছা পোষণ করে তাদেরকে অবশ্যই নতুন বাংলাদেশ স্কিল্‌স কোয়ালিটি অ্যাসুর‍্যান্স সিস্টেমের অধীনে নিবন্ধিত এবং স্বীকৃত হতে হবে।

১৫.৪ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বাস্তবায়নে নতুন পদ্ধতির যোগ্যতা শিরোনাম ব্যবহারে শুদ্ধতা রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক নিয়োগকারীর ও জনগোষ্ঠীর কাছে যাতে তা গ্রহণযোগ্য হয়, সে ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পরিচালিত কোর্সের বিপণন ও প্রসারের জন্য 'ন্যাশনাল সার্টিফিকেট' বা 'ন্যাশনাল ডিপেণ্ডামা' এই জাতীয় নাম বা পদ ভবিষ্যতে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। যেসব বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোয় স্বীকৃত যোগ্যতা শিরোনাম ব্যবহার করবে তাদের বির দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে ক্ষমতা দেয়া হবে। যেসব প্রশিক্ষণদাতা এ ধরনের যোগ্যতা শিরোনাম ব্যবহার করতে চায় তাদেরকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে এবং জাতীয় শিল্প সক্ষমতা মান (ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটেনসি স্ট্যান্ডার্ড) এর আলোকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে।

১৫.৫ যেসব বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কর্মসূচিগুলোর জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত মান বজায় রাখতে পারে, তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতাদের মান উন্নয়নের জন্য কেবলমাত্র নিয়োগকৃত প্রশিক্ষকদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অর্থায়ন না করে এমপিওভুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কাজ অনুসারে বা পারফরম্যান্স ভিত্তিক অর্থায়ন দেয়ার জন্য সরকার ও তার সহযোগীরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫.৬ প্রশিক্ষণ স্থানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণ সুবিধাদি যাতে বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থা লীজ নিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে, যাতে দ্বিতীয় শিফট এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আরো ভাল ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এবং ছুটির দিনগুলিতে যেন প্রতিষ্ঠানগুলি অলস বসে না থাকে।

১৫.৭ এসএসসি এবং এইচএসসি পাশ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কোর্স শেষ করা এবং ফলাফল প্রকাশের মাঝখানের সময়টাতে যাতে তাদের দক্ষতা আরও উন্নত করতে পারে, সে লক্ষ্যে তাদেরকে স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া হবে।

১৫.৮ কোনো নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অথবা অবকাঠামো উন্নয়ন যাতে যতদূর সম্ভব পিপিপি উদ্যোগের অংশ হিসেবে করা হয় সেটিও সরকার নিশ্চিত করবে।

১৬. *কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিকতর সামাজিক মর্যাদা* (Enhanced Social Status of TVET) :

১৬.১ *দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সামাজিক মূল্য এবং মর্যাদা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুনো তরুণ-তরুণীর সংখ্যা প্রয়োজন থেকে বেশি, অথচ শিল্প কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর রয়েছে ঘাটতি। শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে এখন আর দ্বিতীয় শ্রেণীর পছন্দ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। একজন দক্ষতা প্রশিক্ষক অথবা একজন দক্ষ কর্মী হওয়াটা এখন একটা সম্মানজনক পেশা হিসাবে গণ্য হওয়া উচিৎ।*

১৬.২ *বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সরকার, নিয়োগকারী, কর্মী এবং সামাজিক সহযোগীদের মধ্যে সরকারি - বেসরকারি সম্পৃক্ততায় একটি নতুন অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।*

১৬.৩ *সরকার, নিয়োগকারী এবং কর্মী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা একসঙ্গে মিলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ও স্বীকৃতির প্রসার ঘটাবেন এবং নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করবেন।*

১৬.৪ *এ লক্ষ্যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এবং শিল্প দক্ষতা কমিটিগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মূল্য এবং মান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সরকার তার সামাজিক সহযোগীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ বাড়াবে। নতুন এই অংশীদারিত্ব বাংলাদেশে প্রচলিত বেতন ও মজুরি ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ করবে যাতে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রাসঙ্গিক এবং মানসম্মত যোগ্যতা রয়েছে, তাদের যথোপযুক্ত বেতন-ভাতা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।*

১৭. *শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ এবং কর্মীদের উন্নয়ন* (Industry Training & Workforce Development)

১৭.১ *বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য নিয়োগকারী এবং কর্মীদের অবশ্যই আরো বেশি সক্রিয়ভাবে দক্ষতা উন্নয়নে জড়িত হওয়া প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তাদের কর্মীদের ধরে রাখা এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নতুন এবং উন্নত মানের কর্ম দক্ষতা প্রয়োজন। উচ্চতর মান এবং নতুন দক্ষতা কর্মীদের জন্য আরো ভাল কাজ পাওয়ার এবং কাজে আরো উন্নতি করার সুযোগ এনে দেয় এবং তাদের আয় আরো বাড়াতে সাহায্য করে।*

১৭.২ *কৃষি, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি এবং তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শিল্প - যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং খাত - বর্তমানে দক্ষতা ঘাটতির সংকটে রয়েছে এবং দক্ষতার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ভবিষ্যতে উৎপাদন হ্রাসের সম্মুখীন হতে পারে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নতুন দক্ষতা চাহিদার সৃষ্টি হতে পারে।*

১৭.৩ *কমসংস্থান বৃদ্ধি এবং কর্মস্থল ও শিল্প কারখানার জন্য ভ্যালু চেইন এ দক্ষতা উন্নয়ন এবং একই সাথে সহযোগিতা দেয়ার জন্য সরকার :*

ক) শক্তিশালী এবং সুষম একটি নীতি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানীগুলিতে ইতিবাচক জীবনব্যাপী শিক্ষার সংস্কৃতির প্রসার ঘটাবে ;

খ) প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ব্যবসা উন্নয়নের অংশ হিসেবে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে উৎসাহিত করবে, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং স্বল্প দক্ষ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিবে ;

গ) প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিত করা এবং অর্জিত দক্ষতার সনদ প্রদান প্রক্রিয়া শক্তিশালী করবে যাতে অনানুষ্ঠানিক ও কাজের মধ্য দিয়ে শেখা দক্ষতা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হয় এবং এক কর্মক্ষেত্র থেকে অন্য কর্মক্ষেত্রে গৃহীত হয়;

ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং স্বল্প দক্ষ কর্মীদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ব্যবসা উন্নয়নের অংশ হিসেবে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করতে আর্থিক প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে;

ঙ) শিল্পখাতে দক্ষতা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান করতে একটি জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা করবে;

চ) আন্তর্জাতিক শ্রমমান প্রয়োগ করবে; বিশেষ করে সংগঠন করার স্বাধীনতা, যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার এবং কর্মস্থলে লিঙ্গ সমতার জন্য;

ছ) প্রতিষ্ঠান, খাত, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে, বিশেষ করে শিল্প দক্ষতা কমিটি (ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং এনএসডিসিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের শিল্পখাতের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে, দক্ষতা উন্নয়নের ওপর কার্যকর সামাজিক সংলাপে সহযোগিতা দিবে;

জ) শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) প্রসার ঘটাবে।

ঝ) সরকারি এবং বেসরকারি নিয়োগকারীদের মানব সম্পদ উন্নয়নে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) অন্তর্ভুক্তিসহ সর্বোৎকৃষ্ট চর্চাগুলো গ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহিত করবে; এবং

ঞ) বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সকল স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে উৎসাহিত করবে যাতে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

১৭.৪ যেসব কর্মসূচিতে কাজের ভেতরে ও বাইরে প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেগুলোর উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিয়ে কর্মস্থলে শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হবে।

১৭.৫ শিল্প কারখানায় কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষক ও কর্মক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণকারীদের (এসেসরদের) প্রশিক্ষণ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। সরকার শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের নতুন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিল্প ভিত্তিক প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণকারীদের স্বীকৃতি এবং অধিকতর উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণদাতাদের সঙ্গে কাজ করবে।

১৭.৬ শিল্প দক্ষতা কমিটিগুলোকে আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ণ ও ট্রেড টেষ্টিং এ সরাসরি সম্পৃক্ত হতে এবং শিল্প প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণকারীদের (এসেসরদের) নিবন্ধনে তাদের ভূমিকা নির্ণয় করতে উৎসাহিত করা হবে।

১৭.৭ দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পখাতের জন্য সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) মাধ্যমে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান বা সেন্টারস অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

১৭.৮ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনসহ (এনপিও) প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবে, যাতে শিল্প-নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনশীলতা কর্মসূচি পরিচালনা করে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় যে, দক্ষতা উন্নীত করার ফলে উঁচুমানের কার্যসম্পাদন চর্চা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হচ্ছে।

১৭.৯ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এর জন্য পিপিপি বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং তাদেরকে আন্তর্জাতিক নানা বিজনেস স্কুলের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে সেন্টার অব এক্সেলেন্স -এ উন্নীত করে ব্যবস্থাপনা শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৭.১০ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি (Informal Economy)

দক্ষতা উন্নয়ন অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করতে অবদান রাখতে পারে, এবং একই সঙ্গে কর্মীরা যেসব সমস্যা মোকাবিলা করছে সেগুলোর সমাধানে অবদান রাখতে পারে।

১৭.১১ একটি শক্তিশালী শিক্ষানবিশি পদ্ধতি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি তুলে ধরার কিছু সুযোগ সৃষ্টি করবে; অন্য দিকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এবং অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে নিয়োজিত দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন করবে।

১৭.১২ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ব্যয়ভার একটি বড় বাধা। এজন্য সরকার ও তার সহযোগীরা ব্যয়ভার মেটানোর নতুন পন্থা উদ্ভাবন করবে, যার মধ্যে থাকবে ব্যবসায়িক পরামর্শের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার এবং মাস্টার ট্রেনার এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলো।

১৭.১৩ গ্রামীণ শিল্পগুলোর অংশগ্রহণে সরবরাহ চেইনকে শক্তিশালী করার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ শিল্পগুলোকে উদ্দিষ্ট করে এবং উৎপাদিত সেবার বিপণনের ওপর গুরুত্ব বাড়িয়ে সেবা দাতাদের মধ্যে সমন্বয়কে আরো উন্নত করা হবে।

১৮. বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন

১৮.১ প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো টাকা (রেমিট্যান্স) ভবিষ্যতে আরো বাড়াতে হলে বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের মান আরো উন্নত করতে হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে আরো উৎকর্ষ আনতে নতুন দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাঃ

- ক) প্রধান প্রধান বৈদেশিক শ্রম বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর দক্ষ কর্মীর চাহিদা সঠিকভাবে নিরূপণ করে ওই চাহিদার প্রতি সক্রিয় সাড়া দিবে;
- খ) ওই চাহিদা পূরণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির একটি সমন্বিত এবং নমনীয় পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণ কৌশল তৈরি করবে;
- গ) একটি জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (কোয়ালিফিকেশন সিস্টেম) তৈরি করবে যার বিপরীতে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা সনদ প্রদান করা যেতে পারে এবং বৈদেশিক নিয়োগকারী ও নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে;
- ঘ) বৈদেশিক নিয়োগকারীদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন দক্ষতা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণদাতাদের সামর্থ বাড়াবে;
- ঙ) যেসব প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তাদের জন্য বিধিবিধান এবং তাদের মান উন্নত করবে;
- চ) যারা বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তাদের কাজের ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করবে;
- ছ) বিদেশ থেকে ফেরা কর্মীদের বিদেশে অর্জিত উচ্চতর দক্ষতার মূল্যায়ণ এবং তা সত্যায়িত করার জন্য (সনদ প্রদানের জন্য) তাদের সঙ্গে কাজ করবে।

১৮.২ বিদেশযাত্রী শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ জোরদার করা হবে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সংস্কারের সরকারী অন্যান্য উদ্যোগও শক্তিশালী করা হবে।

১৮.৩ বিদেশগামী শমিকদের জন্য যেসব প্রশিক্ষণ ও ট্রেড টেস্টিং কেন্দ্র রয়েছে সেগুলোকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে তালিকাভুক্ত হতে হবে, যাতে ওই সকল কেন্দ্রে স্বীকৃত জাতীয় যোগ্যতা মানের ভিত্তিতে এনটিভিকিউএফ অনুযায়ী দক্ষতা মূল্যায়ণ এবং সনদ প্রদান করা হয়, অথবা, যেখানে সম্ভব, নিয়োগকারী দেশের স্বীকৃত সক্ষমতা মান অনুযায়ী তা করা হয়।

১৮.৪ প্রবাসী কর্মীদের জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। একটা সময়ের মধ্যে সকল প্রবাসী কর্মীকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, হয় পেশা-নির্দিষ্ট কোর্সের মাধ্যমে অথবা পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির (আরপিএল) মাধ্যমে এনটিভিকিউএফ যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য পদ্ধতিগতভাবে আরপিএল দেয়া হবে।

১৮.৫ বৈদেশিক নিয়োগকারী এবং বিভিন্ন দেশের সরকারকে বাংলাদেশে দক্ষতা প্রশিক্ষণ পুনর্গঠন সম্পর্কে জানানো হবে যাতে বৈদেশিক নিয়োগকারীরা খুব সহজেই দক্ষ ও কমদক্ষ কর্মীদের দক্ষতার পার্থক্যের

বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং প্রবাসী কর্মীরা বিদেশের শ্রম বাজারে তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি ও প্রাপ্য পারিশ্রমিক অর্জন করতে পারেন।

১৮.৬ যারা বিদেশে চাকরি করতে চান তাদের একটি সার্বিক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ এবং তারা যাতে নিরাপদে বিদেশে কাজে যেতে পারেন এবং জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, সেজন্য বিশেষ সরকারী অভিবাসন সেবা দেয়ার চাহিদাটি স্বীকৃত। এতে নিশ্চিত হবে যে, ট্রেড দক্ষতা ছাড়াও প্রবাসী কর্মীরা বিদেশে কাজ করার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছেন।

১৮.৭ প্রধান প্রধান বৈদেশিক শ্রম বাজারে যে সকল পেশা ও দক্ষতার চাহিদা রয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণসহ শ্রমবাজারে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ক্যারিয়ার নির্দেশনা ও পরামর্শ সেবা দেয়া হবে।

১৮.৮ এশিয়ার অনান্য দেশের মত 'ধাপ ভিত্তিক' পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ কর্মসূচীর আওতায় বিদেশ থেকে ফিরে আসা কর্মীদের আবার বিদেশে ফিরে যাবার আগে তাদের দক্ষতার পরীক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উচ্চ মানের সনদ অর্জন অথবা আরো কিছু অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দেয়া হবে। এই 'কাজ, শেখা, প্রশিক্ষণ এবং প্রত্যয়ন' প্রক্রিয়াটি কয়েকটি চক্রে কয়েকবার দেয়া যেতে পারে, যতক্ষণ না দক্ষ কর্মীরা কয়েক বছর পর তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজারের অবস্থানে না যান। কয়েকটি মড্যুল অনুযায়ী সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হলে এটি সম্ভব হবে যা তাদেরকে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো মানের সনদ অর্জনের যোগ্যতা দিবে।

১৮.৯ প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য সম্পদের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য বাজেটে ঘোষিত প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটিকে সক্রিয় করা হবে।

১৮.১০ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের (এনএসডিসি) তত্ত্বাবধানে বিদেশে কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি অধিকতর সমন্বিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) দায়িত্ব পালন করবে। বর্তমান প্রশিক্ষণ অবকাঠামোগুলোকে কিভাবে বিদেশে দক্ষ কর্মীর চাহিদা মেটাতে সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এই অধিকতর সমন্বিত ব্যবস্থা তার একটি মূল্যায়ণ অন্তর্ভুক্ত করবে।

১৮.১১ বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের (এনএসডিসি) মাধ্যমে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কৌশল নিরূপণ করবে।

১৮.১২ সরকারি - বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বৈদেশিক কর্মপ্রত্যাশি কর্মীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৯. অর্থায়ন

১৯.১ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনে। সে কারণে প্রত্যক্ষ উপকারভোগী হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিসহ সকলকে শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় বিনিয়োগে অংশীদার হওয়া প্রয়োজন;

১৯.২ দক্ষতা উন্নয়নের একটি মজবুত ভিত্তি গঠনের জন্য সরকার ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো একটি নতুন তহবিল কাঠামো প্রবর্তন করবে, যা তিনটি মৌলিক স্তম্ভের ভিত্তিতে হবে:

ক) আরো বেশি সরকারি তহবিল বরাদ্দ দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস;

খ) যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারি তহবিল পায় সেগুলোর ফলাফল ও কাজের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করে তাদের দক্ষতা বাড়ানো;

গ) বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব জোরদার করা যাতে তারা পরিচালনা, অর্থায়ন এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি ভূমিকা রাখে।

১৯.৩ অর্থায়ন কাঠামোটি বর্তমান বরাদ্দের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে, অর্থায়নের উৎস বহুমুখী করবে এবং ব্যক্তি ও বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ বাড়াবে।

১৯.৪ অর্থায়ন ব্যবস্থা বহুমুখী করার জন্য সরকার তার সহযোগীদের সঙ্গে একটি জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল গঠন করার উদ্যোগ নিবে, যে তহবিলে প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো অর্থের শতকরা এক ভাগের সমপরিমান অর্থ সরকার অনুদান হিসেবে দিবে।

১৯.৫ নিয়োগকারী এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে সরকার শুল্ক ও কর প্রণোদনা দেয়া সহ নিয়োগকারীদেরকে প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি খতিয়ে দেখবে। এই প্রণোদনা শিল্পখাতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ গ্রহণের জন্য উৎসাহ দেয়ার ক্ষেত্রে একটি অগ্রাধিকার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

১৯.৬ প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষক উভয়ের জন্য যাতে ক্ষুদ্র-ঋণসহ অর্থায়নের আরও অতিরিক্ত উৎস থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে দক্ষতা প্রশিক্ষণের পরিধি এবং পরিমান উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

১৯.৭ মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ও সরকারী বাজেটের যে অংশ দক্ষতা উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয় তা পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখাটা নিশ্চিত করা হবে।

১৯.৮ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা অর্থের সার্বজনীন জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যসম্পাদন বা ফলাফল ভিত্তিক একটি অর্থায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে।

১৯.৯ কার্যসম্পাদন ভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিটি বর্তমানে প্রচলিত প্রশিক্ষণের ইনপুট বা যোগানের (যেমন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং কর্মচারীদের বেতন) পরিবর্তে প্রশিক্ষণের আউটপুট বা ফলাফলের (যেমন পাশ করে বের হওয়া শিক্ষার্থী ও তাদের কাজ পাওয়ার সংখ্যা) ভিত্তিতে নির্ণিত হবে এবং স্বচ্ছ কার্য সম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা চালু করবে।

১৯.১০ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা কি হতে পারে, এবং বাজেট কোথায় স্বল্প মেয়াদি এবং স্বচ্ছ কৌশলগত পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানেরই দক্ষতা ও কর্তৃত্ব সীমিত। আংশিকভাবে হলেও এ কারণে প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের আর্থিক ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা সীমিত। ফলে, অনেক বেশি আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতর কৌশলগত নির্দেশনার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সরকার সেগুলোর ক্ষমতা জোরদার করবে।

১৯.১১ বাজেট বরাদ্দের একটি নতুন নীতিমালা প্রণীত হবে যা সকল সরকারি সংস্থার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য আরো সঠিকভাবে ব্যয় নির্ধারণ এবং বাজেট প্রণয়নে সহায়ক হবে।

১৯.১২ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আরো কার্যকর অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি হিসাবরক্ষণ ও বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হবে যাতে সরকার ভবিষ্যতে বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখতে পারে।

১৯.১৩ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সংস্কারের পর সেটি যাতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য আরো বেশি সুযোগ সৃষ্টি করে, সে ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; তবে আরো বেশি এবং বহুমুখি সম্পদ অধিকতর দক্ষতা এবং কার্যকারিতার সঙ্গে ব্যবহার করার চ্যালেঞ্জটি রয়েই গেছে।

২০. বাস্তবায়ন

২০.১ বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সামনে প্রধান প্রধান যেসব বাধা রয়েছে তার অনেকগুলিই দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা থেকে উদ্ভূত। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো সীমিত আন্তঃসংস্থা সমন্বয়, শিল্পখাত এবং শ্রম বাজারের সঙ্গে দুর্বল সংযোগ, প্রধান প্রধান সংস্থাগুলোর অপর্যাপ্ততা, খন্ড খন্ড নিয়ম-নীতি এবং মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের সীমিত পরিকল্পনা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রধান দুটি সংস্থাকে শক্তিশালী এবং পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় করা হবে।

২০.২ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (National Skills Development Council) (এনএসডিসি)

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপাক্ষিক আলোচনার জায়গা, যেখানে সরকার, নিয়োগকারী, কর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নে নেতৃত্ব এবং সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারেন। সরাসরি সুবিধাভোগকারীরা যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়, সে জন্য আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের শিল্প প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় যুব সংস্থাসমূহ এবং প্রতিবন্ধী দলসহ সুশীল সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের সদস্য তালিকা পর্যালোচনা করা হবে।

২০.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ এবং শীর্ষ দক্ষতা উন্নয়ন পর্ষদ যা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ দাতাদের সকল কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ করবে।

২০.৪ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সকল প্রকার প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে।

২০.৫ যদিও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ শুরুতে একটি পর্ষদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, এর কার্যকারিতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাড়ানোর জন্য এটিকে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠিত করা যায় কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য সরকার, শিল্পখাত এবং তাদের সামাজিক সহযোগীরা এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।

২০.৬ বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেসব দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা করে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ সেগুলোর সমন্বয় করবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ নিশ্চিত করবে যে, সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে, এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানোর জন্য বেসরকারি প্রশিক্ষণ দাতারাও যাতে সরকারি সযোগ-সুবিধা ব্যবহার করেতে পারে তার ব্যবস্থা করবে।

২০.৭ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে এবং একটি সমৃদ্ধ সচিবালয় থাকবে যা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি এবং কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণসহ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন কর্মকান্ডে সহায়তা দিবে।

২০.৮ বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেয়ার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ একটি বিশেষ কর্মকৌশলও প্রবর্তন করবে যা বিভিন্ন অঞ্চলের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের উৎকর্ষ বাড়াবে। এগুলির মধ্যে থাকবে

দেশের প্রতিটি বিভাগে দক্ষতা উন্নয়ন পর্যালোচনা কমিটি প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণদাতাদের কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় আরো বাড়ানো এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টির জন্য আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়া ছাড়াও এই কমিটিগুলি এনএসডিসি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ণের জন্য এনএসডিসি সচিবালয়কে সহযোগিতা করবে।

২০.৯ এই কমিটিগুলিতে দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করবে, যার মধ্যে সুশীল সমাজ, প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর শ্রেণীর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

২০.১০ এই আঞ্চলিক কমিটিগুলি সরকারি নানা অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রচেষ্টায় সহায়তা দিবে, এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌগলিক বন্টন এবং কার্যকারিতা পর্যালোচনা করবে। এই প্রয়াস তথ্য প্রমান ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণকে উৎসাহিত করবে, যাতে করে কেবলমাত্র জনসংখ্যা এবং শিল্পখাতের চাহিদার যথাযথ মূল্যায়ণের পরই নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০.১১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (Bangladesh Technical Education Board - BTEB)
সরকারের সংস্কার কর্মসূচিকে সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে একটি শক্তিশালী ভূমিকা দেয়া হবে।

২০.১২ কারিগরি শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা সহ সকল প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য জাতীয় মান নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ভূমিকা সম্প্রসারিত করা হবে।

২০.১৩ পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ থাকা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনবল পর্যালোচনা করা হবে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সামর্থ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হবে এবং মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কাজ এখনি শুরু করতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যাতে অনতিবিলম্বে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে লোকবল নিয়োগ দিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২০.১৪ পর্যায়ক্রমে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের বিধিবিধানে পরিবর্তন করা হবে, যাতে করে অন্য সংস্থা থেকে পদায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চাকরিতে আসার পরিবর্তে নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এই সংস্থায় পূর্ণকালীন নিয়োগ করা যায়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও নিচের পরিবর্তনগুলো আনা হবে:

ক) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বায়ত্বশাসন যাতে শক্তিশালী হয় সেজন্য শিল্পকারখানা, পেশাজীবি সংস্থা, সুশীল সমাজ, শিক্ষক প্রতিনিধি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণে যুক্ত অন্যান্য প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয় থেকে আরও প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বোর্ডকে পুণর্গঠন করা হবে;

খ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো এবং এই দুই সংস্থার মধ্যে বিবেচ্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব রাখা হবে;

গ) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড তার মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও শক্তিশালী করবে যাতে কোর্সসমূহের স্বীকৃতি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের মানকে উন্নীত করে;

ঘ) প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন এবং মূল্যায়ণ যাচাই করা সহ প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং মূল্যায়ণের গুণগতমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিল্পখাতের একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড শিল্প দক্ষতা পরিষদগুলির সঙ্গে কাজ করবে;

ঙ) সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ উন্নত করার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড তার আঞ্চলিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করবে;

চ) নতুন দক্ষতা মান এবং শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা এবং উন্নয়নে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণে যুক্ত অন্যান্য প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে;

ছ) দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় স্বল্প-প্রতিনিধিত্বকারী এবং সুবিধা-বঞ্চিত দলগুলোর অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড একটি ইকুইটি অ্যাডভাইজরি কমিটি প্রতিষ্ঠা করবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবে;

জ) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম, পরিদর্শন এবং পরীক্ষা অনুবিভাগকে প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী করা হবে যাতে করে বোর্ড দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় তার জাতীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

২০.১৫ এসব পরিবর্তন অর্জন এবং জাতীয় এই নীতির অন্যান্য আবশ্যকতার সংস্থান করার জন্য ১৯৬৭ সালের টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যাক্ট এবং ১৯৭৫ সালের টেকনিক্যাল এডুকেশন রেগুলেশন সংশোধন করা হবে।

২০.১৬ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এর কর্ম পরিকল্পনা (NSDC Action Plan):

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে যা সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের এবং তারা যে কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেসব কাজ চিহ্নিত করবে। এই কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি হবে কাজ, এবং এতে পাঁচ বছর সময়কালে এই জাতীয় নীতি বাস্তবায়নের জন্য সময় ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং কাজের পরিমাপক নির্ধারণ করবে।

২০.১৭ দক্ষতা উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ হবে শীর্ষ সরকারি সংস্থা। এই কাজে সহায়তা করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ সচিবালয়ের পর্যাপ্ত সম্পদ থাকবে এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার প্রাথমিক ভূমিকা পালন করবে। প্রধান প্রধান কাজ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর একটি সারসংক্ষেপ সারণি-৩ এ দেখানো হয়েছে:

প্রধান কাজসমূহ	দায়িত্ব	প্রধান প্রধান বাস্তবায়ন সহযোগী
১. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) কর্ম পরিকল্পনা	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	শিল্প দক্ষতা পরিষদ (ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বেসরকারি প্রশিক্ষণ দাতা ও এনজিও শিল্পখাত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
২. শিল্পখাত মান ও যোগ্যতা	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	শিল্প দক্ষতা পরিষদ

(ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশনস)	এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	
৩. জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বেসরকারি প্রশিক্ষণ দাতা ও এনজিও শিল্পখাত
৪. দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	শিল্প দক্ষতা পরিষদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত
৫. দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা (স্কিলস ডাটা সিস্টেম)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	শিল্প দক্ষতা পরিষদ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬. জাতীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিল্প দক্ষতা পরিষদ বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত
৭. প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিল্প দক্ষতা পরিষদ বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা এনজিও শিল্পখাত
৮.শিক্ষানবিশি	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিল্প দক্ষতা কমিটি বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত
৯. মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	অর্থ মন্ত্রণালয় শিল্পখাত
১০. প্রবাসী কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিল্প দক্ষতা পরিষদ বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত
১১. পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির ব্যবস্থা (আরপিএল সিস্টেম)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিল্প দক্ষতা পরিষদ বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত
১২. বৃত্তিমূলক ও পেশাজীবন নির্দেশনা (ভোকেশনাল অ্যান্ড ক্যারিয়ার গাইড্যান্স)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিল্প দক্ষতা পরিষদ
১৩. সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ	জাতীয় প্রশিক্ষণ পর্ষদ (এনটিসি)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৪. সমতার বিষয়গুলি	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিল্প দক্ষতা পরিষদ বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত

সারণি ৩: বাস্তবায়ন সারসংক্ষেপ

২০.১৮ এনএসডিসি সচিবালয় নিশ্চিত করবে যে বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান প্রধান পলিসি ডকুমেন্ট, নির্দেশনা ও বিধি বিধান কেন্দ্রীয়ভাবে হার্ড কপি এবং অনলাইনে সহজলভ্য হয়।

২০.১৯ সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ:

বেসামরিক ও শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের উচ্চমানের পেশাগত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান জাতীয় প্রশিক্ষণ পর্ষদ (এনটিসি) সরকারি খাতের প্রশিক্ষণের শীর্ষ পর্ষদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবে।

২০.২০ একটি সত্যিকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য এই জাতীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি, মান ও নির্দেশনা সরকারি খাতের প্রশিক্ষণের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

২১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

২১.১ যেহেতু দক্ষতা উন্নয়ন একটি গতিশীল নীতিক্ষেত্র, সেহেতু এর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার জন্য জাতীয় এই নীতি সময় সময় পর্যালোচনা ও যথাযথভাবে সংশোধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করা নানা প্রবণতা বিবেচনায় নেয়ার জন্য প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি পুনর্মূল্যায়ণ করা হবে এবং পর্যালোচনা করা হবে।

২১.২ একইভাবে, বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার নিরন্তর উৎকর্ষের ভিত্তি তৈরি করে দেয়ার জন্য এবং অগ্রগতির খোজ খবর নেয়ার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের কর্মপরিকল্পনা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।

২১.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ণের দায়িত্ব থাকবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ সচিবালয়ের। একটি বিস্তারিত লগফ্রেম প্রণয়ন করা হবে যাতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি সম্মত কর্মকাঠামো প্রস্তুত থাকে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

২১.৪ বাংলাদেশে ভবিষ্যতে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে তথ্য ও চাহিদা ভিত্তিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকার ও তার সামাজিক সহযোগীরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

২১.৫ বৃহত্তর মানব উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের দিকে যেমন – শোভন কাজ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এমন প্রাসঙ্গিক ও অন্যান্য নীতির আলোকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রভাব মূল্যায়ণ করা হবে।

২২. ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি

২২.১ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন আরো বাড়াতে ও শক্তিশালী করতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিকে একটি মূল প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখা যায়। সরকার ইতিমধ্যেই দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র - ২ এ এই লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যেমন:

ক) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার ২০% এ উন্নীত হবে (যা বর্তমানে ৩%);

খ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভুক্তি ৫০% বৃদ্ধি করা হবে; এবং সেক্ষেত্রে

গ) মহিলা শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তি ৬০% বৃদ্ধি করা হবে।

২২.২ যেহেতু পিআরএসপির এই সব লক্ষ্যমাত্রা এখনও অর্জিত হয়নি, সেগুলিকে এনএসডিসির কর্ম-পরিকল্পনায় মূল কাজ নির্দেশক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যখন পিআরএসপির বদলে নতুন একটি জাতীয় পরিকল্পনা কর্মকাঠামো তৈরি হবে, সরকার নিশ্চিত করবে যে, দক্ষতা উন্নয়ন লক্ষ্যটি নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সমন্বিত হয়েছে এবং পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে, যাতে দক্ষতা উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রবর্তী পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়।

২২.৩ একইভাবে, সরকার তার দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, খাপ খাইয়ে নেয়া এবং সাদৃশ্য বিধান করবে যাতে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের শাখাগুলোতে তরুণ ও বয়স্ক উভয়কে প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এই সকল পুনর্গঠন সোশাল মার্কেটিং এর প্রচারাভিযানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে, যা দক্ষতা উন্নয়নকে নতুনভাবে সাজাবে এবং আরো ব্যাপকভাবে শিল্পখাত ও জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে।

২২.৪ বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থাপনার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সরকার ও সামাজিক সহযোগীদের একটি দক্ষতা উন্নয়ন বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রবর্তন করতে সাহায্য করবে যা সুস্পষ্টভাবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর কর্মপরিকল্পনাকে সরকারের বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে যুক্ত করবে।

২২.৫ এই বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিদ্যমান সকল অবকাঠামোকে বিবেচনায় নেবে এবং মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সম্প্রসারণ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি না করে প্রয়োজন ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে সম্পদের বরাদ্দ দিবে। একইভাবে, বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোর জন্য এমপিও তহবিলের বরাদ্দ পর্যালোচনা করা হবে, যাতে বিভিন্ন স্কুলের এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও অন্যান্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে আরও ভালভাবে সমন্বিত করা যায় এবং যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেখানে চালু করা যায়।

২২.৬ যেহেতু কর্মসংস্থানের চাহিদা উচ্চস্তরের দক্ষতার দিকে ঝুঁকছে সেহেতু পেশার ধরন বদলে যাচ্ছে এবং নতুন চাকুরী, চাকুরীতে নতুন পদবী এবং নতুন নমনীয় কাজের নানা ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। এ জন্য এটি অবশ্যকরণীয় যে, বাংলাদেশকে দক্ষতা সিড়ি বেয়ে ওঠা এবং নতুন ধরণের কাজ ও কাজ সংগঠনের দাবী মেটানোর জন্য উচ্চতর ও আরো নমনীয় দক্ষতা সম্পন্ন বিপুল সংখ্যক কর্মী তৈরি করতে হবে যারা উঁচু দক্ষতার সেবা খাত ও উঁচু প্রযুক্তির শিল্প উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রে কাজ করবেন।

২২.৭ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং শিল্পকারখানার উন্নয়নে সহায়তা দেয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণদাতারা যাতে ওয়াকিবহাল থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ দাতাদের সুযোগ-সুবিধা ও যন্ত্রপাতি উন্নীত করার জন্য অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে।

২২.৮ দক্ষতা উন্নয়নে উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ মানের কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য উলেণ্টখযোগ্য সংখ্যক এমন অনেক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয়া হবে, যারা ভাল কাজ করছে এবং যারা প্রধান প্রধান শিল্পখাতে বিশেষজ্ঞতা লাভ করেছে। বর্তমানে প্রচলিত এবং উদ্ভাবনশীল প্রযুক্তিতে উচ্চ গুণগতমানের কর্মসূচি পচিালনার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে আন্‌র্জ্জাতিকভাবে তুলনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সম্পদশালী এবং সজ্জিত করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আশেপাশের কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তৈরি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হবে এবং তাদের উন্নয়নে সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেবা দিবে।

২২.৯ এই নীতিমালায় বর্ণিত পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যত প্রবৃদ্ধিকে এদেশে আগামী বছরগুলির জন্য দক্ষতা উন্নয়নের একটি চলমান সূত্র হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে অবশ্যই আরো বেশি শক্তিশালী করা হবে ।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির উপর আয়োজিত পরামর্শসভাসমূহে অংশগ্রহনকারীবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	সংস্থা
১.	জনাব ইলিয়াস আহমেদ	সচিব	প্রবাশী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.	জনাব মো:আতাহারুল ইসলাম	সচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩.	জনাব আশরাফুল মকবুল	সচিব	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব হাবিবউল্লাহ মজুমদার	সচিব ও সদস্য	পরিকল্পনা কমিশন (কর্মসূচি বিভাগ)
৫.	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিনিয়োগ বোর্ড
৬.	জনাব এবিএম খোরসেদ আলম	অতিরিক্ত সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়
৭.	জনাব আবু রেজা খান	নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব)	বিনিয়োগ বোর্ড
৮.	প্রফেসর ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর	মহাপরিচালক	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৯.	জনাব খোরশেদ আলম চৌধূরী	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
১০.	জনাব মাসুদ আহমেদ	মহাপরিচালক	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
১১.	বেগম সামসুন্নাহার	যুগ্ম সচিব	প্রবাশী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১২.	জনাব মো: হজরত আলী	মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) [যুগ্ম সচিব]	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
১৩.	প্রফেসর মো: আবুল কাশেম	চেয়ারম্যান	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
১৪.	জনাব মো: এমদাদুল হক	যুগ্ম সচিব	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৫.	এ জে সেলিনা আজিজ	প্রধান	ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড পাওয়ার ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন
১৬.	জনাব মো: দবিরুল ইসলাম	উপসচিব	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
১৭.	জনাব মো: আহসানুল জব্বার	উপসচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৮.	জনাব মো: নুরুল ইসলাম	উপসচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৯.	শামীমা আহমেদ	উপসচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২০.	জনাব মো: আব্দুল হাকিম	উপসচিব	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
২১.	আফরোজা খান	উপসচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২.	জনাব মো:রাইসুল আলম মন্ডল	উপ-সচিব	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
২৩.	জনাব মো: জাহাঙ্গীর কবীর	উপ-সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২৪.	ড. এ এন মাকসুদা	উপ-সচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৫.	জনাব মো: ফয়সল কবীর	উপসচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২৬.	সেলিনা আক্তার বানু	উপসচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়
২৭.	মিস পারভিন বানু	উপসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২৮.	জনাব বিজয় কুমার ঘোষ	গবেষণা কর্মকর্তা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২৯.	জনাব মো: জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া	সিনিয়র সহকারী সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩০.	প্রফেসর তাজুল ইলাম	সদস্য	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
৩১.	প্রফেসর মো:আহমেদউল্লাহ মিঞা	ডিন, বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদ	অ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনির্ভাসিটি
৩২.	ড. শফিকুল ইসলাম	পরিচালক (শিক্ষা)	ব্রাক
৩৩.	জনাব মো: শহিদুল হাসান	কর্মসূচি প্রধান	ব্রাক
৩৪.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আফতাব উদ্দিন আহমেদ	নির্বাহী পরিচালক	ইউসেপ
৩৫.	জনাব এহসানুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক	ঢাকা আহসানিয়া মিশন
৩৬.	জনাব আমীর হোসেন	সমন্বয়ক (দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ)	ঢাকা আহসানিয়া মিশন
৩৭.	জনাব সালাউদ্দিন কাশেম খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এ কে খান কোম্পানী লিমিটেড ও কো-চেয়ারপারসন, নির্বাহী কমিটি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (ই সি এন এস ডি সি)
৩৮.	জনাব মিখাইল আই ইসলাম	সদস্য	নির্বাহী কমিটি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (ই সি এন এস ডি সি)
৩৯.	মিসেস লায়লা কবির	সদস্য	নির্বাহী কমিটি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (ই সি এন এস ডি সি)
৪০.	জনাব ফারুক আহমেদ	মহাসচিব	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
৪১.	জনাব সাকিব কোরেশী	সচিব	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
৪২.	জনাব মো গোলাম মোস্তফা	সদস্য	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অ্যান্ড কমার্স

৪৩.	জনাব জি এ খান	মহাসচিব	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ (বাছি)
৪৪.	জনাব ফাহিম মজুমদার	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	বিডি জবস্, চেয়ারম্যান, আইটি ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি, নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বাসিস)
৪৫.	জনাব মো:মুছা মিয়া	সভাপতি	বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী কারক সমিতি
৪৬.	জনাব এস হুমায়ুন কবীর	পরিচালক	বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী কারক সমিতি
৪৭.	জনাব মো: গোলাম মোস্তফা	সভাপতি	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা)
৪৮.	জনাব শামীম আহমেদ	জয়েন্ট সেক্রেটারী	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা)
৪৯.	সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
৫০.	উম্মে সায়রা	গবেষণা কর্মকর্তা	বি জি এম ই এ
৫১.	জনাব আফজালুর রহমান বাবু	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ল্যান্ডমার্ক ফুটওয়্যার ও চেয়ারম্যান লেদার অ্যান্ড লেদার গুডস্ ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি
৫২.	ডঃ আবদুল্লাহেল বারী	চেয়ারম্যান	আনন্দ গ্রুপ, আনন্দ শিপইয়ার্ড অ্যান্ড শ্লিপওয়েস লিঃ
৫৩.	জনাব শফিকুর রহমান ভূইয়া	প্রেসিডেন্ট	বাংলাদেশ অটো বিস্কুট অ্যান্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন ও চেয়ারম্যান ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি (এগ্রো-ফুড)
৫৪.	জনাব এম এ সাত্তার দুলাল	প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান সমিতি
৫৫.	জনাব আব্দুল কাদের হাওলাদার	সদস্য সচিব	ন্যাশনাল কোর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন (এনসিসিডব্লিউই)
৫৬.	কাজী নজরুল ইসলাম	সাধারন সম্পাদক	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৫৭.	জনাব মো: শরিফুল ইসলাম	অর্থ সম্পাদক	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৫৮.	জনাব প্রদীপ কান্তি বিশ্বাস	সহ-সভাপতি	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৫৯.	জনাব নির্মলেন্দু সরকার	চেয়ারম্যান (ষ্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ সেল)	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৬০.	জনাব মো: কবীর হোসেন	অন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
৬১.	জনাব গাজী এম এ সালাম	আহবায়ক	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বাপটি)
৬২.	ড. এম রহমান	পরিচালক	আই এস আইটি ও প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বাপটি)
৬৩.	জনাব উৎপল কিশোর দাস	প্রতিনিধি	সহকারী অধ্যাপক, আই এস আইটি ও প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বাপটি)
বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত আঞ্চলিক পরামর্শসভাসমূহে অংশগ্রহনকারীবৃন্দের তালিকা			
চট্টগ্রাম বিভাগ			
৬৪.	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান	পরিচালক (ভোকেশনাল)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৬৫.	জনাব মো:আব্দুল মালেক	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৬৬.	জনাব মো:আব্দুল খালেক মিঞা	অধ্যক্ষ	টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, চট্টগ্রাম
৬৭.	জনাব একেএম শব্দুল ইসলাম চৌধুরী	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, রাঙ্গামাটি
৬৮.	জনাব মাহাতাব উদ্দিন পাটোয়ারী	অধ্যক্ষ	টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, বান্দরবন
৬৯.	শাহীন ওয়াজ সরকার	প্রোগ্রাম অফিসার	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম
৭০.	জনাব মো:মোস্তাক আহমেদ	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফেনী
৭১.	জনাব কাজল তালুকদার	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি
৭২.	জনাব হাসানুজ্জামান চৌধূরী	উপ-পরিচালক	বস্ত্র অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৭৩.	জনাব মো:শাহ আলম	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট
৭৪.	জনাব মো:ইসমাইল মোল্লা	চীফ ইনস্ট্রাক্টর	টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
৭৫.	জনাব মো:আব্দুল বাকী	অধ্যক্ষ	ন্যাশনাল পলিটেকনিক কলেজ, চট্টগ্রাম

৭৬.	জনাব শাহ মো:জিয়উদ্দিন চৌধূরী	অধ্যক্ষ	শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম
৭৭.	মিসেস জুলিয়া চৌধুরী	উপ সহকারী পরিচালক	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, চট্টগ্রাম
৭৮.	জনাব সৌরভ বড়ুয়া	প্রধান নির্বাহী	সংশপ্তক, চট্টগ্রাম
৭৯.	জনাব কনকেশ ভট্টাচার্য কুশল	প্রধান নির্বাহী	সেটিএবি, সিডিএ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম
৮০.	জনাব আলমগীর ভূইয়া	বিভাগীয় সমন্বয়ক	ইউনিসেপ, কুমিলণ্ডা
৮১.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম (মান্না)	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বাপটি), চট্টগ্রাম
	সিলেট বিভাগ		
৮২.	সৈয়দ নুরুন্নবী	সহকারী পরিচালক	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৮৩.	শুশান্ত কুমার বসু	অধ্যক্ষ	সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৮৪.	ইঞ্জিনীয়ার প্রদীপ্ত খীসা	অধ্যক্ষ	হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৮৫.	কাজী মেজবাউল ইসলাম	অধ্যক্ষ	সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৮৬.	জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ খান	চীফ ইনস্ট্রাক্টর	টিটিসি, কুমিলণ্ডা
৮৭.	জনাব মো:গোলাম কবীর	অধ্যক্ষ	টিটিসি, সিলেট
৮৮.	জনাব মোরশেদ উদ্দিন আহমেদ	সমন্বয়ক	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৮৯.	জনাব মো: মশিউর রহমান খন্দকার	সহকারী পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ
৯০.	জনাব রফিকুল ইসলাম মিজি	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট
৯১.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম ভূইয়া	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সিলেট
৯২.	জনাব মো: আবু হানিফ তালুকদার	প্রোগ্রাম অফিসার	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সিলেট
৯৩.	জনাব মো: আব্দুল হাকিম	প্রজেক্ট অফিসার	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সিলেট
৯৪.	জনাব মো: অব্দুলণ্ডা ইব্রাহিম	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট
৯৫.	জনাব মো: আনোয়ার হোসেন	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট
৯৬.	জনাব মো: জালাল উদ্দিন	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার
৯৭.	জনাব মো: সাব্বির আহমেদ	লেকচারার	রয়েল এমসি একাডেমী, সিলেট
৯৮.	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	অধ্যক্ষ	এবাদুর রহমান চৌধুরী টেকনিক্যাল অ্যান্ড জিনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, বরলেখা, মৌলভীবাজার
৯৯.	জনাব মো: জাহিদ হোসেন	পরিচালক	লাইভলিহুড প্রমোশন প্রোগ্রাম, সিলেট
১০০.	সুমিতা বেগম মীরা	নির্বাহী পরিচালক	রিলায়েন্ট উইমেন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, শিবগঞ্জ, সিলেট
১০১.	জনাব মো: নজমুল হক	নির্বাহী পরিচালক	ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সিলেট
১০২.	জনাব মো: লেইস উদ্দিন	পরিচালক	সিলেট চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১০৩.	জনাব মো: মোসলেহ উদ্দিন চৌধূরী	উপপরিচালক	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, সিলেট
১০৪.	ড. আনোয়ার খাতুন	প্রতিনিধি	উইমেন বিজনেস ফোরাম, সিলেট
১০৫.	জনাব মো: জিয়াউল হক	পরিচালক	সিলেট চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১০৬.	প্রফেসর ড. ইঞ্জি. মো: ইকবাল	প্রফেসর	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
১০৭.	জনাব এবিএম তারিকুল ইসলাম	বিভাগীয় সমন্বয়ক	ইউনিসেফ, সিলেট
১০৮.	জনাব শেখ ইকবাল হোসেন	সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার	দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট
১০৯.	জনাব নাজাত নাগিব চৌধূরী	সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার	দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট
	ঢাকা বিভাগ		
১১০.	জনাব মো: আব্দুল লতিফ	উপ-সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
১১১.	জনাব হুসনুল মাহমুদ খান	পরিচালক (পিআইডব্লিউ)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
১১২.	জনাব মোহাম্মদ আলী	অধ্যক্ষ	ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১১৩.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম	অধ্যক্ষ	ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১১৪.	কাজী মো:আলমগীর হোসেন	অধ্যক্ষ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, নারায়নগঞ্জ
১১৫.	জনাব মো: সাজ্জাদ হোসেন	অধ্যক্ষ	বাংলা-জার্মান টিটিসি, মিরপুর, ঢাকা
১১৬.	কাজী বরকতুল ইসলাম	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, ফরিদপুর
১১৭.	জনাব খান মাহাবুজ্জামান	সহকারী পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
১১৮.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	সহকারী পরিচালক	সেন্টার ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, সাভার, ঢাকা
১১৯.	জনাব একে আজাদ	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

১২০.	জনাব মো: আব্দুল হামিদ	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা
১২১.	জনাব মো: আনোয়ারুল হক	উপ-পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা
১২২.	জনাব মো: দেওয়ান হোসেন আহমেদ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা
১২৩.	জনাব মো: ইউনুস আলী প্রামানিক	উপ-প্রকল্প পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা
১২৪.	জনাব মো:আনোয়ার হোসেন	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
১২৫.	জনাব মো:মোয়াজ্জেম হোসেন	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
১২৬.	কাজী আবু মো:ইকবাল	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, শ্রীপুর, গাজীপুর
১২৭.	বিপুল কান্তি ঘোষ	প্রতিনিধি	হাজী আবুল হোসেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১২৮.	উৎপল কিশোর দাস	সহকারী অধ্যাপক	আই এস আই টি, পান্থপথ, ঢাকা
১২৯.	মিসেস সাকেবা খাতুন	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার	ক্যাম্পেইনিং ফর পপুলার এডুকেশন (ক্যামপে)
১৩০.	মিসেস লাইলা বাকী	প্রতিনিধি	ইউরোপীয়ান কমিশন
১৩১.	মিসেস মাহফুজা রহমান	প্রোগ্রাম অফিসার	ইউনেশকো
১৩২.	জনাব লুৎফুল কবীর	প্রতিনিধি	জিটিজেড, ঢাকা
১৩৩.	জনাব সৈয়দ আজিম	কনসালটেন্ট	জিটিজেড, ঢাকা
১৩৪.	মিস ক্রিস্টিন ডি অগোস্টিনি	এডুকেশন ম্যানেজার	ইউনিসেফ, ঢাকা
১৩৫.	জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া	এডুকেশন অফিসার	ইউনিসেফ, ঢাকা
১৩৬.	মিসেস জোহরা খাতুন	এডুকেশন এ্যাডভাইজার	সিডা, ঢাকা
১৩৭.	জনাব আলী মো:শহিদুজ্জামান	এডুকেশন এ্যাডভাইজার	সিডা, ঢাকা
১৩৮.	জনাব আব্দুল মোহাইমেন চৌধুরী	গবেষণা সহযোগী	বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩৯.	জনাব সাকিব কোরেশী	সচিব	বি বি এফ
		বরিশাল বিভাগ	
১৪০.	জনাব হাবিবুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪১.	জনাব মো: দিদারুল আলম	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৪২.	জনাব মো: বেলন্দাল হেসেন	চীফ ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল)	পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৪৩.	জনাব মো: সুফিয়ার রহমান	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	পটুয়াখালী টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৪৪.	জনাব মো: এসকনদার আলী খান	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, বরিশাল
১৪৫.	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, পটুয়াখালী
১৪৬.	জনাব মোর্সেদ আলী খান	সহকারী পরিচালক	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, বরিশাল
১৪৭.	সুলতানা বেগম	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	মহিলা বিষয়ক দপ্তর, ঝালকাঠি
১৪৮.	দৌলতানা নাজমা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	মহিলা বিষয়ক দপ্তর, মুলাদি, বরিশাল
১৪৯.	জনাব মো: আল আমিন	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝালকাঠি
১৫০.	দিনা খান	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল
১৫১.	জনাব মো: মোশারফ হোসেন	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বরিশাল
১৫২.	সুবিমল চন্দ্র হালদার	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বরিশাল
১৫৩.	জনাব মো: আশরাফ আলী খান	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল
১৫৪.	জনাব মো: শাহ আলম	উপ পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর
১৫৫.	জনাব মো: হেমায়েত উদ্দিন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল
১৫৬.	জনাব এমএ ওহায়িদ চৌধুরী	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী
১৫৭.	জনাব জি এ মান্নান	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, বরগুনা
১৫৮.	জনাব মো: আব্দুল খালেক	অধ্যক্ষ	ইনফ্রা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল
১৫৯.	জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম	টীম লিডার	স্পীড ট্রাষ্ট, বরিশাল
১৬০.	জনাব মো: অকতার হোসেন	নির্বাহী পরিচালক	এ ভি এ এস, বরিশাল
১৬১.	জনাব মো: ফয়সল রহমান জসিম	নির্বাহী পরিচালক	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা, ঝালকাঠি
১৬২.	নিগার সুলতানা হনুফা	সদস্য সচিব	মহিলা উদ্যোক্তা মঞ্চ, বরিশাল
১৬৩.	ড. হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ	জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বরিশাল

১৬৪.	জনাব মো: আমিনুর রহমান ঝন্দা	সচিব	বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন, বরিশাল
১৬৫.	জনাব এএইচ তৌফিক আহমেদ		ইউনিসেফ
		রাজশাহী বিভাগ	
১৬৬.	জনাব নুমেরী জামান	সিনিয়র সহকারী সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৬৭.	জনাব মো: আব্দুল গফুর	পরিচালক (পিআইইউ)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
১৬৮.	জনাব মো: মোয়াজ্জেম হোসেন	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৬৯.	জনাব এস এম এম আরেফ রব্বানী	অধ্যক্ষের প্রতিনিধি	রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৭০.	জনাব মো: কফিল উদ্দিন আহমেদ	অধ্যক্ষ	চাপাইনবাবগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৭১.	জনাব মো: মোজাহার হোসেন	অধ্যক্ষ	টিটিসি, রাজশাহী
১৭২.	জনাব মো: আলী মর্তুজা	সহকারী পরিচালক	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
১৭৩.	জনাব মো: আব্দুস সাত্তার	অধ্যক্ষ	টিটিসি, বগুড়া
১৭৪.	হাসিনা বেগম	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, রাজশাহী
১৭৫.	মমতাজ মহল	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, জয়পুরহাট
১৭৬.	জনাব মো: শফিকুল ইসলাম	উপ-সমন্বয়ক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নওগাঁ
১৭৭.	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ	সহকারী পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৭৮.	মাকসুদা পারভীন	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৭৯.	জনাব মো: গোলাম মোস্তফা	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বরিশাল
১৮০.	জনাব এস এম আনোয়ারুল আজিম	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৮১.	ব্রজহরি দাস	উপ পরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৮২.	জনাব আব্দুল হান্নান	উপ জেলা কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া
১৮৩.	জনাব আব্দুল হাকিম	পরিচালক	বিনিয়োগ বোর্ড, রাজশাহী
১৮৪.	জনাব মো: খাজা নিজাম উদ্দিন	আঞ্চলিক পরিচালক	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, রাজশাহী
১৮৫.	জনাব আবু বাক্কের আলী	প্রেসিডেন্ট	রাজশাহী চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১৮৬.	জনাব কবিরুর রহমান খান	পরিচালক	রাজশাহী চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১৮৭.	রোস্তে নাজনীন	ভাইস-প্রেসিডেন্ট	নাসিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী
১৮৮.	জনাব সদরুল আমীন	সাধারন সম্পাদক	ইট ভাটা মালিক সমিতি, রাজশাহী
১৮৯.	জনাব মোস্তাক আহমেদ	সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার	দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, রাজশাহী
		খুলনা বিভাগ	
১৯০.	ড. খান রেজাউল করিম	পরিচালক (প্রশাসন)	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
১৯১.	জনাব মো: শাহ্ জাহান	অধ্যক্ষ	খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৯২.	জনাব মো: সোরহাব হোসেন	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১৯৩.	জনাব মো: মাহবুবুর রহমান	অধ্যক্ষ	বাগেরহাট টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৯৪.	জনাব মেহেদী হাসান	অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত)	টিটিসি, খুলনা
১৯৫.	জনাব মো: লুৎফর রহমান	অধ্যক্ষ	টিটিসি, যশোর
১৯৬.	কৃষ্ণ পদ বিশ্বাস	সহকারী পরিচালক	অ্যাপ্রেনটিস ট্রেনিং অফিস, খুলনা
১৯৭.	নার্গিস ফাতেমা জামিন	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, খুলনা
১৯৮.	কাওসার পারভীন	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, যশোর
১৯৯.	ইউরিদা সাঈদ	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, ঝিনাইদহ
২০০.	জনাব মো: সেকান্দার আলী	সহকারী পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা
২০১.	হীরামন কুমার বিশ্বাস	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, খুলনা
২০২.	জনাব মো: বজলুর রশিদ	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, সাতক্ষীরা
২০৩.	জনাব আবু আফফান	সহকারী পরিচালক	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, যশোর
২০৪.	মৃনাল কান্তি দাস	জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা
২০৫.	জনাব গোলাম হোসেন	অধ্যক্ষ	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খুলনা
২০৬.	জনাব আহসানুল হাকিম	পিপিও	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা
২০৭.	জনাব নিজাম উদ্দিন	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, খুলনা
২০৮.	জনাব লিয়াকত আলী সরদার	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট,

			মাদারীপুর
২০৯.	জনাব মো: আব্দুল রউফ	সুপারিনটেনডেন্ট	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া
২১০.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	অধ্যক্ষ	খানজাহান আলী কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, খুলনা
২১১.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	অধ্যক্ষ	খানজাহান আলী কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, খুলনা
২১২.	জনাব মো: জিলণ্ডুর রহমান	প্রফেসর	বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ, যশোর
২১৩.	জনাব এম এ কাইয়ুম	পরিচালক	ইনস্টিটিউট অব আর্টস, কমার্স অ্যান্ড সায়েন্স, খুলনা
২১৪.	মিস লিনা ফেরদৌসি	পরিচালক	জাগ্রত যুব সংঘ, খুলনা
২১৫.	মিস মমতাজ খাতুন	নির্বাহী পরিচালক	আশ্রয় ফাউন্ডেশন, খুলনা
২১৬.	স্বপন গুহ	প্রধান নির্বাহী	রূপান্তর, খুলনা
২১৭.	জনাব ফারুক আহমেদ	প্রোগ্রাম অফিসার	ইউনিসেফ, যশোর